শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা

পূজারী

২৯-৩০ আশ্বিন ১৪০০

Sree Sree Durga Puja

Pujari

ATLANTA

October 16-17, 1993

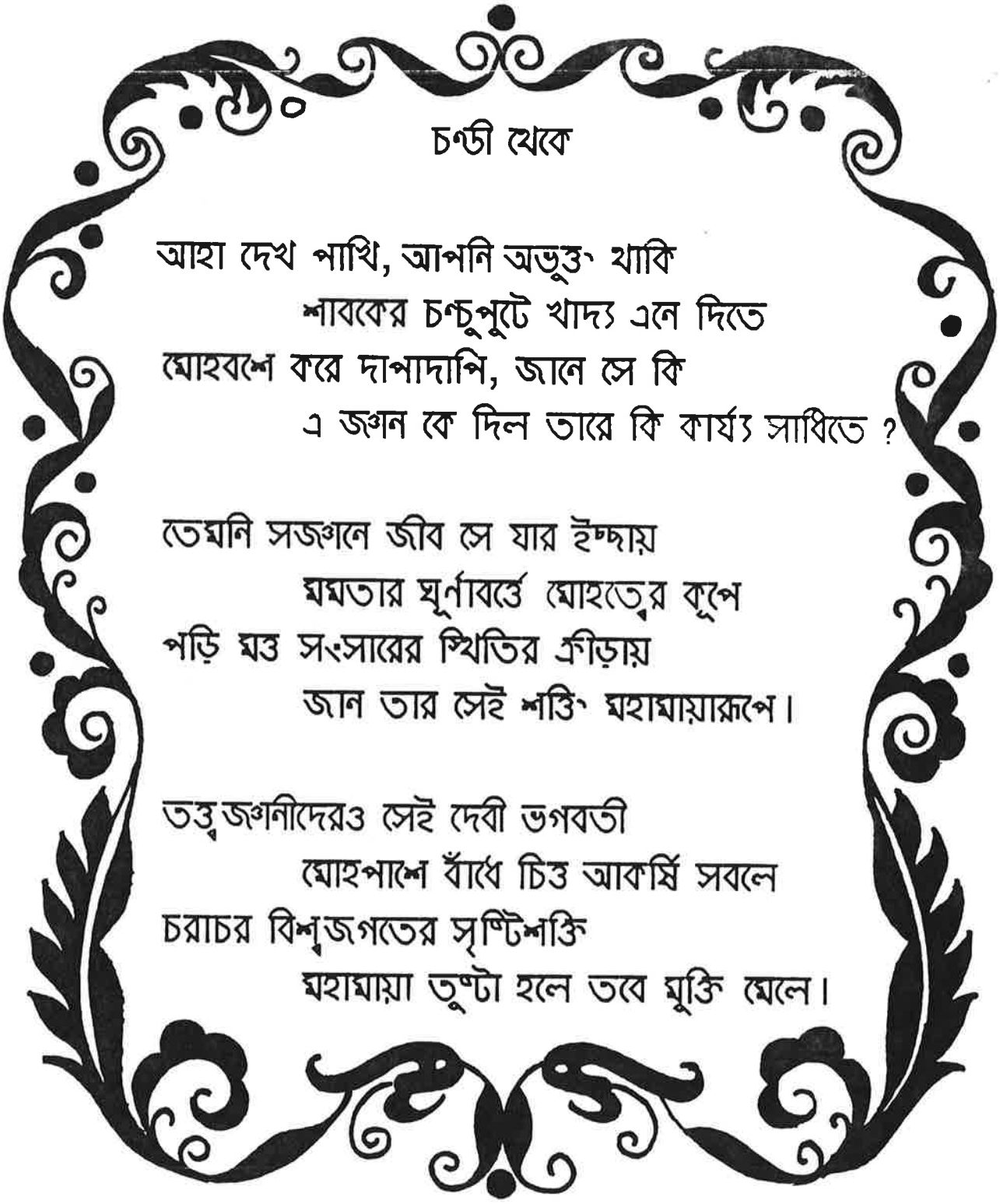

চণ্ডী থেকে

আহা দেখ পাখি, আপনি অভুক্ত থাকি
শাবকের চঞ্চুপুটে খাদ্য এনে দিতে
মোহবশে করে দাপাদাপি, জানে সে কি
এ জ্ঞান কে দিল তারে কি কার্য্য সাধিতে ?

তেমনি সজ্ঞানে জীব সে যার ইচ্ছায়
মমতার ঘূর্ণাবর্তে মোহতত্ত্বের কূপে
পড়ি মত্ত সংসারের স্থিতির ক্রীড়ায়
জান তার সেই শক্তি মহামায়ারূপে।

তত্ত্বজ্ঞানীদেরও সেই দেবী ভগবতী
মোহপাশে বাঁধে চিত্ত আকর্ষি সবলে
চরাচর বিশ্বজগতের সৃষ্টিশক্তি
মহামায়া তুষ্টা হলে তবে মুক্তি মেলে।

Pujari Durga Puja
Brochure - 1993

পূজারীর দুর্গা পূজা
পুস্তিকা - ১৪০০

Editors:
Samar Mitra
Jayanti Lahiri
Suzanne Sen
Amitava Sen

সম্পাদক:
সমর মিত্র
জয়ন্তী লাহিড়ী
সুজ্যান সেন
অমিতাভ সেন

Computer Typing:
Amitava Sen
Rekha Mitra

কম্পিউটার মুদ্রণ:
অমিতাভ সেন
রেখা মিত্র

Cover, and Brochure Design:
Amitava Sen
Asok Basu

প্রচ্ছদ, এবং পুস্তিকা ডিজাইন:
অমিতাভ সেন
অশোক বসু

Computer Software & Fonts:
Printed using "Sampadak"
Multilingual Word Processor
written & published by
Amitava Sen; and miscellaneous
other scanning, graphics, and
word processing software.

কম্পিউটার সফটওয়ার ও লিপি:
অমিতাভ সেন রচিত "সম্পাদক"
বহুভাষী ওয়ার্ড প্রসেসর দ্বারা মুদ্রিত।
এ ছাড়া বিবিধ স্ক্যান, গ্রাফিক্স, ও ওয়ার্ড
প্রসেসর সফটওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

Production:
Amitava Sen
Asok Basu

প্রতিলিপি:
অমিতাভ সেন
অশোক বসু

Published by:
Pujari
4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360

tel: (404) 451-8587

প্রকাশনা:
পূজারী

সূচীপত্র - Contents

রচনা (Articles)

Samar Mitra - ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ 5
Sabyasachi Gupta - রবিবাসর বাংলা স্কুল 8
Shyamoli Das - The Spiritual Teacher 18
Ian Watt - The Pleasures of (My Son's) Childhood 20
Lali Watt - Kipling on Personal Growth 21
Suzanne Sen - Three little items 27
How to Live: The Golden Rule 43

কবিতা (Poetry)

Anindita Dey - চিঠি, মনীবালা 16
Ratna Das - পুজোর আলো, ছোট্ট মন 16
Susmita Mahalanobis - সুখ, মিছরির ছুরি 17
Musharatul Huq Akmal - ভুলিনি ভুলিনি 17
Amitava Sen - What I Am 26
Pranab K. Lahiri - A Prayer 28
Yasho Lahiri - By the River, Looking Towards the Castle; Away Too Long 29
Arindam Bose - A Train Journey; Why Do I Write? 30

গল্প (Stories)

Rekha Mitra - ইচ্ছামৃত্যু 11
Shyamoli Das - স্মৃতি 14
Nita Shrivastava - Fine Feathers Make Fine Birds? 22

গল্প (Stories, cont'd)

Nita Shrivastava - A Fly by Night Idea 24

অঙ্কন (Drawings)

Rekha Mitra - 1,4,10,13,17,19,20,23,25,28,30,31
Chaitali Basu - 15
Shyamoli Das - 18,19
Amitava Sen - 27

ছোটদের থেকে (From the younger set)

Reshma Gupta - Five Stops of Life (story) 32
Friend (poem) 33
Rajarshi Gupta - What I Am (poem) 34
Sandipan Mitra - (2 drawings) 34
Marjorie Sen - The Underwater Kingdom; Haiku; Diamante (poems) (2 drawings) 35
Joe Bhaumik - My Nature School Camp (report) 36
(drawing) 37
Priyanka Mahalanobis - The Moon (poem) 36
Pia Basu - Circus (drawing) 38
Rahul Basu - Garuda (drawing) 39

বিবিধ (Miscellaneous)

Puja Program - 4
Entertainment program - 40
Directory of Members - 44
Special thanks - 46
Statement of accounts - 47

শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা - ১৪০০

SRI SRI DURGA PUJA - 1993

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।

দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান সূচী:

২৯শে আশ্বিন, ১৪০০, শনিবার

পূজা	বেলা দশটা
অঞ্জলি	বেলা বারোটা
প্রসাদ	বেলা একটা
বিচিত্রানুষ্ঠান	বিকেল সাড়ে তিনটে
সন্ধ্যারতি	রাত্রি আটটা
প্রসাদ	রাত্রি ন'টা

৩০শে আশ্বিন, ১৪০০, রবিবার

পূজা	বেলা দশটা
অঞ্জলি	বেলা বারোটা
প্রসাদ	বেলা একটা

1993 Durga Puja Program:

Saturday, October 16, 1993

Puja	10 am
Anjali	12 noon
Prosad	1 pm
Entertainment	3:30 pm
Arati	8 pm
Prosad	9 pm

Sunday, October 17, 1993

Puja	10 am
Anjali	12 noon
Prosad	1 pm

ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ

সমর মিত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যমচরিত বা দ্বিতীয় কাহিনী মহিষাসুরের সঙ্গে দেবতাদের দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ নিয়ে সুরু। আমাদের শাস্ত্রে দেবতা আর অসুর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান দৈবী আর আসুরী সম্পদ ভাগ করে দেখিয়েছেন ষোড়শ অধ্যায়ে। অভয়, দান, সত্য, অক্রোধ ইত্যাদি গুণগুলি দৈবী আর যে সব এদের বিপরীত তাদের তিনি আসুরী সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। এগুলি শাস্ত্রে সংস্কার নামেও প্রচলিত যা বহু জন্ম ধরে সঞ্চয় করে চলেছে জীব। মন বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়দের ঈশ্বর অভিমুখী গতি বা প্রবৃত্তি আসে এই দৈবী সংস্কার থেকে। আসুরী সংস্কার মন বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়দের স্থূল বিষয়ের দিকে টানে। প্রত্যেক মানুষেই অল্পবিস্তর এই দুরকম সংস্কার রয়েছে। এই বিপরীতমুখী সংস্কার দুটির মধ্যে অনিবার্য্য সংঘর্ষের ফলে এক এক সময়ে এক একটির প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। শংকরাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদে (১:২:১) ' দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে ' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জীবমাত্রের দেহে চিরকাল এই দেব আর অসুরের সংগ্রাম চলার কথা বলেছেন।

পূর্ণ শত বৎসর অর্থাৎ বহুকাল ধরে এই সংগ্রাম চলে আসছে বলে মধ্যম চরিতের সূচনা করেছেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর রচয়িতা মার্কণ্ডেয় মুনি। এই চরিতে অসুরদের প্রধানের নাম দিয়েছেন মহিষাসুর। মহিষ হল ঘনীভূত ক্রোধের প্রতীক। গীতায় শ্রীভগবান দুর্নিবার কামনা থেকে ক্রোধের উৎপত্তি (২:৬২), আবার কামনা ও ক্রোধ রজোগুণ থেকে সৃষ্ট বলেছেন (৩:৩৭)। বর্ত্তমান সমাজে এই রজোগুণের প্রাবল্য আর প্রাধান্য খুবই দেখতে পাওয়া যায়। নিত্য নতুন বাসনার সৃষ্টি আর তার পরিপূরণের চেষ্টায় জীবন কেটে যায় মানুষের। আর এই কামনাপূর্ত্তির প্রয়াস বাধা পেলেই ক্রোধের সৃষ্টি। পারিবারিক, সামাজিক হাজার রকম সমস্যার মূলে রয়েছে এই ক্রোধ।

রূপকের অন্তরালে দুর্গাপূজোর শিক্ষণীয় বিষয় হল এই ক্রোধের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবার, ক্রোধরূপী মহিষকে বলি দেবার। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির প্রধান সোপান হল এটা। অক্রোধ হল মানবধর্ম্ম যা মানুষকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। এই ধর্ম্মের শিক্ষা হল চতুর্বর্গ সাধনার (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) প্রথম পাঠ। অর্থ হল দ্বিতীয়। অর্থের উপার্জন আর ব্যবহার যাতে ধর্ম্মের অনুকূল হয় সেজন্যে ধর্ম্মের শিক্ষা আগে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১:৪:২) ধর্ম্ম আয়ত্ত্ব হবার পর ধনসম্পদ কামনার মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত আছে।

ক্রোধকে মানুষের প্রধান শত্রু বলে চিনিয়ে দিয়েছেন অর্জুনকে শ্রীভগবান (গীতা ৩:৩৭)। এর থেকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হয় মানুষকে। একে জয় করবার উপদেশও দিয়েছেন তিনি, বলেছেন এর বিরুদ্ধে

বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে। চণ্ডীর ঋষি বলেছেন এই সংগ্রামে যতবিযত হয়েছেন দেবতারা, জয়ী হতে পারেননি। তারপরে কেমন করে জয়লাভ করলেন তাঁরা সেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন এই মধ্যম চরিতে। এই চরিতের বীজ হলেন দুর্গা - যিনি দুর্গতি নাশ করেন। সমস্ত দেবতার ঘনীভূত শক্তি ইনি। সর্ব ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে ইনি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। যার জন্যে ইন্দ্রিয়রা শক্তিমান, অথচ ইন্দ্রিয়রা যার অস্তিত্ব জানে না ইনিই সেই শক্তি উপনিষদ বর্ণিত ব্রহ্মের সঙ্গে যার ভেদ নেই বলে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিশ্বের প্রতি অনুপরমাণুতেই এই শক্তি, ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন - এইভাবেই তিনি জ্ঞেয়। যেমনি এই উপলব্ধি হল দেবতাদের, অমনি সেই শক্তির শরণাগত হলেন তাঁরা - চণ্ডীর ঋষি আবারও রূপকের মাধ্যমে জানাচ্ছেন সেই কাহিনী। বলছেন, এক এক দেবতার তেজে সৃষ্টি হল দেবীর এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তারপরে দেবতারা নিজের নিজের আয়ুধ বা অস্ত্রের অনুরূপ অস্ত্র সৃষ্টি করে সাজালেন দেবীকে। যেমন শিব দিলেন তাঁর ত্রিশূল থেকে অন্য ত্রিশূল সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তাঁর ত্রিশূল তাঁরই রইল কিন্তু এই ত্রিশূলের শক্তি যে দেবীর এই দেওয়াটা হল তার স্বীকৃতি। এইভাবে দেবীর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বসন ভূষণ, অস্ত্র ইত্যাদির অনুপম বর্ণনা দিয়ে সেই নিরাকারা পরাশক্তিকে নাম আর রূপের গণ্ডী দিয়ে উপস্থিত করলেন ঋষি আমাদের হিত কামনা করে।

পরবর্তী সাধকেরা চণ্ডীর ঋষির কল্পনার ওপর আরো একটু রং চড়িয়েছেন। নবরাত্রির সময় কাশীতে শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী ইত্যাদি নামে নটি দেবীর পূজো করা হয়। অন্যত্র দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই তিনটি রূপে প্রত্যেকের তিনদিন ধরে পরপর পূজো হয়। বাঙালীদের দুর্গাপূজোর মূর্ত্তিকল্পনায় এই তিনজনের সঙ্গে কার্ত্তিক আর গণেশকেও যোগ করা হয়েছে, তা ছাড়া মহিষাসুরও আছে। উল্লেখযোগ্য যে এই চার দেবদেবীকে আমরা মা দুর্গার সন্তান বোধেও শ্রদ্ধা করি। আমাদের ভাবনায় দেবদেবীরা দূরের বস্তু নন, আমাদের পরিবারভুক্ত বিশিষ্ট আপনজনের মত ব্যবহার পেতে পারেন তাঁরা। বরং যিনি অন্তরতম সেই আত্মস্বরূপকে এইভাবেও উপলব্ধি করতে পারা যায়। সংসারী জীবের জন্যে এই ব্যবস্থার কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই কোন।

লক্ষ্মী ধনদাত্রী। এই ধন বলতে শুধু পার্থিব সম্পদই বোঝায় না। মানসিক একাগ্রতা, অচাঞ্চল্য ইত্যাদি সহ ছটি সম্পদের কথা বলেছেন শংকরাচার্য্য। এই সব সম্পদের অধিকারী জীবনযাত্রায় পর্যুদস্ত হন না। মনকে এই স্তরে নিয়ে যাওয়া লক্ষ্মীপূজোর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে পৌঁছনর বাসনার জন্যে চাই জ্ঞান, যে জ্ঞান পার্থিব আর সব জ্ঞান বিজ্ঞানের ওপরে। শাস্ত্র বলছেন ঐ সমস্ত জ্ঞান মোটেও অপ্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মজ্ঞানটিও চাই, নইলে গোটা জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। এই সব রকম জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী হলেন দেবী সরস্বতী। তাই ওঁকেও এই পূজোর সময় আমাদের বিশেষ প্রণতি জানাই।

লক্ষ্মী আর সরস্বতীকে আমরা আলাদাভাবেও পূজো করি কিন্তু কার্ত্তিক আর গণেশের জন্যে বিশেষভাবে পূজোর ব্যাবস্থা নেই। অবশ্য সিদ্ধিদাতা বলে সব পূজোয় আর সব শুভ কাজে গণেশকে স্মরণ করা হয় তবে দেবসেনাপতি কার্ত্তিককে তাঁর অমিত বিক্রমের জন্যে শুধু এই দুর্গাপূজোর সময়ে আমাদের স্তুতি জানাই।

এই বাহনরাও নির্বাচিত হয়েছে দেবতাদের পরে আমাদের আরোপিত বিশেষ বিশেষ গুণের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে। শক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মহাশক্তিময়ী মায়ের বাহন হিসেবে পশুরাজ সিংহ অবশ্যই যোগ্যতম। তেমনি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অবাধ গতি পরমাত্মার সর্বব্যাপীত্বের প্রতীক বলে দেবী সরস্বতীর বাহনের মর্যাদা পেয়েছে হংস।

আমরা জানি পেচক লক্ষ্মীর বাহন। অন্যান্য প্রাণীরা দিনে জেগে থাকে আর রাত্তিরে ঘুমোয়, পেচকের বেলায় ঠিক তার বিপরীত দেখা যায়। এই উপমা ব্যবহার করে শ্রীভগবান বলেছেন (গীতা ২:৬৯), সকল প্রাণী বিষয়ভোগে জাগ্রত আর পরমার্থবিষয়ে নিদ্রিত, সংযমী ব্যক্তির ব্যবহার তেমনি তার বিপরীত। লক্ষ্মীর কাছে রয়েছে সেই পরমার্থ। তাই লক্ষ্মীর বাহন হিসেবে পেচকের নির্বাচন যথার্থই হয়েছে।

ময়ূরের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের গুণ দেখেছিলেন ঋষিরা। যোদ্ধা হিসেবে সাপের সঙ্গে ময়ূরের যুদ্ধকৌশল দেখার মত। ক্ষত্রিয়ের মত ময়ূরও অনলস, ব্রাহ্মমুহূর্তে জেগে সে নতুন দিনের আগমন ঘোষণা করে। ময়ূর দলবদ্ধ ও সতর্ক হয়েও বাস করে ক্ষত্রিয়ের মত। তাই দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের বাহন হবার পুরস্কার পেয়েছে ময়ূর। সিংহ আর ইঁদুরের জালে আটকানোর গল্প ও ইঁদুরের অতুলনীয় দাঁতের শক্তির কথা আমরা জানি। মনে হয় সংসারের জালে আবদ্ধ জীবের দুর্দশা দেখে ইঁদুরকে নির্বাচন করা হয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহনরূপে। তাই বলি -

ওঁ সায়ুধবাহনৈ সপরিবারায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।

আয়ুধ, বাহন ও পরিবারসমন্বিত মাদুর্গা আমাদের প্রণতি গ্রহণ করুন।

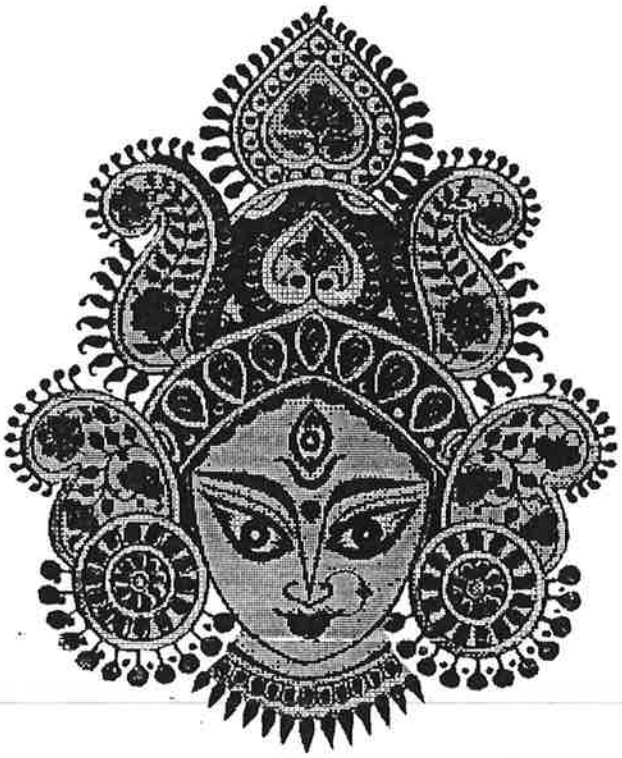

রবিবাসর বাংলা স্কুল: একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

সব্যসাচী গুপ্ত (কলাম্বিয়া, মেরিল্যাণ্ড)

প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন যথার্থই লিখেছেন–

মোদের গরব মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!

যে বাংলা ভাষায় সাহিত্যরচনা করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, যে বাংলা ভাষার ছায়াছবির জন্য সত্যজিৎ রায় পেলেন হলিউডের 'অস্কার', সেই 'ছন্দের ও আনন্দের' বাংলা ভাষা আমরা অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙ্গালীরা আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের যদি শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারি, বাঙ্গালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমরা যথেষ্ট মানসিক সন্তুষ্টি লাভ করব। বাংলা ভাষা কেবলমাত্র আমাদের মাতৃভাষাই নয়, পৃথিবীর প্রথম দশটি কথিত ভাষার মধ্যেও অন্যতম। চাইনিজ, ইংরেজী, স্প্যানিশ, রাশ্যান, হিন্দী, জার্মান ও জ্যাপানীজ ভাষার পরেই বাংলা ভাষায় বিশ্বের বেশী লোক কথা বলেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা শেখানো কিন্তু সহজসাধ্য নয়। এরা এদেশেই জন্মেছে ও এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গেই বিশেষভাবে পরিচিত। বাংলা ভাষা এদের কাছে একটি বিদেশী ভাষা। স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ বা জার্মান ভাষা শেখার মতই বাংলা ভাষা শেখা। এ সব কারণে আমাদের ছেলেমেয়েদের কিভাবে বাংলাভাষাকে চিত্তাকর্ষক করে আদর্শভাবে শেখানো যায় সে নিয়ে আমরা অনেক চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করেছি ও তারই প্রত্যক্ষ ফল হলো কলাম্বিয়া, মেরিল্যাণ্ডে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবিবাসর বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা। এই স্কুলে শিক্ষা ও কার্যনির্বাহক সভার সদস্য হিসেবে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সেটাই লিখছি এই আশা করে যে আমাদের অভিজ্ঞতা এদেশে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রসারে সহায়ক হবে।

• কার্য্যনির্বাহক সভা – স্কুল সংক্রান্ত সমস্ত কাজ একটি কার্যনির্বাহক সভা পরিচালনা করেছে। এই সভা প্রতি দুমাসে অন্তত: একবার মিলিত হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ অধিবেশনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোল প্রতিটি কোর্সের পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ করা ও স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।

• নির্ধারিত পাঠ্যক্রম – প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্য্যায়ে সবমিলে ছ'টি কোর্স তিনবছরে সমাপ্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল তিনবছরের শিক্ষান্তে স্নাতকরা বাংলা ভাষা পড়া, লেখা ও বলাতে পারদর্শিতা লাভ করবে যাতে তারা অন্তত: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বই 'সহজপাঠ দ্বিতীয় ভাগ' পড়তে, বুঝতে ও লিখতে পারে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেমেস্টার পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করা হয়েছে প্রতিবছর দুটি সেমেস্টারে। বিশেষত: ক্লাসে বাংলা পড়া ও লেখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় কথোপকথন ক্লাসে সময়াভাবে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয়নি। সে জন্য ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অনুরোধ করা হয়েছে বাড়িতে বাংলায় কথা বলার দিকে নজর দিতে। এই তিন বছরে ব্যাকরণ পড়ানো হয়নি। ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে ব্যাকরণ ও উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হবে যাতে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা সাহিত্য পড়তে, বুঝতে ও লিখতে পারে এবং অনায়াসে বাংলায় কথা বলতে পারে।

• শিক্ষাপদ্ধতি, বাড়ির নির্দিষ্ট কাজ ও পরীক্ষা – প্রতিটি কোর্সে পূর্বনির্ধারিত পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা হয়েছে। কোলকাতা থেকে বাংলা বই আনিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে বইএর পাতা জিরক্স করেও ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে। বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল 'বর্ণপরিচয়', 'হাসিখুসি', 'নিজে শেখো', 'কিশলয়', ও 'সহজপাঠ'। ছবি, বাংলা শব্দ ও বাক্যের ধাঁধাঁ বা ক্রসওয়ার্ড পাজল্এরও যথেষ্ট প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রতি সপ্তাহেই বাড়িতে করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট কাজ দেওয়া হয়েছে। সেমেস্টারের শেষে ফাইনাল পরীক্ষা ছাড়া মিড্‌টার্ম পরীক্ষা ও অনেকগুলি কুইজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফাইনাল গ্রেড্ নির্ভর করেছে বাড়িতে নির্দিষ্ট কাজ, প্রতিটি পরীক্ষা ও কুইজের উপর। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করে এ, বি, সি ইত্যাদি গ্রেড্ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ও কোর্সগুলিকে যথাক্রমে ১০১, ১০২(প্রাথমিক), ২০১, ২০২(মাধ্যমিক) ও ৩০১, ৩০২(উচ্চতর) সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী বাংলা ছায়াছবিও মাঝে মাঝে ভিডিওতে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অভিভাবকদেরও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছায়াছবি দেখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যাতে পরে তাঁরা বাড়িতে গিয়ে ঐ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। যে সব ছায়াছবি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল "গুপীগাইন বাঘাবাইন", "সোনার কেল্লা" ও "কাবুলিওয়ালা"। বলাই বাহুল্য এই শিক্ষা পদ্ধতির সামগ্রিক সাফল্যের জন্য শিক্ষকশিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া অভিভাবকদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

• স্কুলবাড়ির জায়গা নির্বাচন - ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রেখে মেরিল্যাণ্ড হাওয়ার্ড কাউন্টি স্কুল ব্যবস্থার একটি স্কুলের চারটি ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে। একটি ঘরে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা বসেছেন ও বাকী ঘরগুলিতে ক্লাস বসেছে। ঘরগুলিতে ব্ল্যাকবোর্ড, চেয়ার, টেবিল ও টি.ভি/ভি.সি.আর্ এর ব্যবস্থা রয়েছে।

• ক্লাসের অনুসূচি ও স্কুল বন্ধের নীতি - প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফল্ সেমেস্টারে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শুক্রবারে ক্লাস শুরু হয়েছে ও জানুয়ারী মাসে শেষ হয়েছে, স্প্রিং সেমেস্টারে ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাস শুরু হয়েছে ও জুন মাসে শেষ হয়েছে। মেরিল্যাণ্ডের হাওয়ার্ড কাউন্টি স্কুল ব্যবস্থার পঞ্জিকা অনুসরণ করা হয়েছে, ফলে যে যে শুক্রবার কাউন্টি স্কুল বন্ধ ছিল, বাংলা স্কুলও সেই সেই শুক্রবার বন্ধ ছিল। কোন জরুরী অবস্থার জন্য স্কুল বন্ধ থাকলে ছাত্রছাত্রীদের আগেই জানানো হয়েছে। কাউন্টি স্কুল কর্তৃপক্ষের একজন তত্ত্বাবধায়ককে রাখা হয়েছে সন্ধ্যায় যতক্ষণ ক্লাস চলেছে।

• অভিভাবক/শিক্ষক অধিবেশন - প্রতি সেমেস্টারে একবার অভিভাবক/শিক্ষক অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে অভিভাবকরা ছাত্রছাত্রীদের পাঠে উন্নতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারেন। কোন অভিভাবকের কোন ছাত্রছাত্রীর ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকলে ক্লাসের শেষে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

• বার্ষিক অনুষ্ঠান ও কলাবিদ্যা - প্রতিবছর একবার বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করেছে ও নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেছে। একইসঙ্গে সমাবর্তন উৎসবও হয়েছে স্নাতকদের জন্য। যদিও স্কুলের মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং স্কুল কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নয় তবুও এই বার্ষিক অনুষ্ঠান করার পিছনে যুক্তি হোল এই ধরণের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা পড়া ও কথা বলার সুযোগ পেয়েছে জনসাধারণের সামনে। বলাই বাহুল্য যে তারা কলাবিদ্যায় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে।

• স্কুলের আয় ব্যায়ের হিসাব - শিক্ষক শিক্ষিকাদের পারিশ্রমিক, ঘর ভাড়া, বার্ষিক অনুষ্ঠান ও আনুষাঙ্গিক খরচের জন্য ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু সামান্য কিছু ট্যুইশন ফি ধার্য্য করা হয়েছে। প্রতি স্কুল বর্ষের শেষে আয় ব্যায়ের হিসাব করা হয় ও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের জানানো হয়।

প্রায় তিরিশ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে বাংলা স্কুল শুরু হয়েছিল। এই স্কুলের তিন বছর পূর্ণ হোল ১৯৯৩ মাসের জুন মাসে। বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী নির্ধারিত পাঠ্যক্রম শেষ করে স্নাতক হয়েছে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীই উচ্চতর পর্য্যায়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহও দেখিয়েছে। এদের জন্য মাসে দুদিন করে আরো চারটি সেমেস্টার বা দু বছরের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। প্রতিবছরের বার্ষিক অনুষ্ঠানও সুসম্পন্ন হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের নাটক ও নৃত্যনাট্য যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছে, ফলে মাঝে মাঝে এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে এরা নিমন্ত্রণ পাচ্ছে ঐসব অঞ্চলে পরিবেশন করার জন্য। শিক্ষক হিসেবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের বয়স যত কম, বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহও তত বেশী। বাংলা স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যখন প্রথম পড়তে এসেছে, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশই "অ আ ক খ"ও জানত না। তিন বছর পর তারা এখন গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে, কঠিন শব্দ বা বাক্য বাদ দিয়ে যে কোন বই পড়তে পারে ও বুঝতে পারে, এমনকি কিছু ইঙ্গিত বা আভাস দিলে যে কোন বিষয়ে বিতর্কও করতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যাকরণ শেখানো হয়নি, তা ছাড়া তাদের জানা শব্দের সংখ্যাও খুবই সীমিত। এ সত্ত্বেও এত কম সময়ে ছাত্রছাত্রীদের যে ধরণের উন্নতি হয়েছে সেটা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

মনে হয়েছে আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। বাংলা স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্নাতকরা যে বাঙ্গালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির চর্চা অব্যাহত রাখবে সে সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষাকে উদ্দেশ্য করে অতুলপ্রসাদ সেনের কথা আজ তাই আবার মনে পড়ছে –

তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া-আসা।।

ইচ্ছামৃত্যু

রেখা মিত্র

আজ চন্দননগরের মুকুন্দবাবুর কথা বলবো। শুনেছিলাম এ কাহিনী তিরিশবছর আগে আমার ছোটমামীমার কাছে। সেইসময়ের সকলেই মুকুন্দবাবুকে চিনতেন, ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। বাড়ী ছিলো লিলুয়ায়। উনিশ বছর বয়সে নবছরের লক্ষ্মীমনিকে বিয়ে করে আনেন। বাড়ীর সেজছেলে ছিলেন তিনি। সংসারের অবস্থা তত ভালো ছিলো না। রোজগারের চেষ্টায় বিয়ের বছর খানেক বাদে চন্দননগরে একটা ছোট কাপড়ের দোকান খুলেছিলেন। কয়েক বছর খুব কষ্ট করার পর একটু অবস্থা ফেরে। ভোর রাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনেক রাতে বাড়ী ফেরেন। ছেলের ঐ কষ্ট দেখে মা ছেলেকে চন্দননগরে বাসা নিতে বলেন।

এই পাঁচ বছরে বৌ সংসারের অনেক কিছু শিখেছে। জমি কিনে দুখানা ঘর করে মুকুন্দবাবু বৌকে নিয়ে সংসার পাতলেন। একে একে ব্যাবসা বাড়লো, লক্ষ্মীমনির সংসারে লক্ষ্মী অচলা হলেন। কোলে এলো চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। সকলেরই ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে। পাঁচ মেয়েই কাছাকাছি থাকে। বৌরাও মিলেমেশে থাকে, ওঁদের দুজনকে নিজেদের মা বাবার মত ভালোবাসে। সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশজন নাতি নাতনি। তাদেরও অনেকের বিয়ে হয়ে ছেলেপুলে হয়েছে। বড় দুইছেলের ঘরের দুইনাতির বিয়ে দিয়ে নাতবৌও ঘরে এনেছেন। দুখানা ঘরের বাড়ী এখন বিরাট দোতলা বাড়ী হয়েছে। প্রতি বছর গরমের সময় সব মেয়েরা, নাতি নাতনিরা বাড়ীতে আসে স্কুলের ছুটির সময়। সকলে মিলে ঐ সময় একমাস খুব আনন্দে কাটতো। বাড়ীর সংগে বিরাট পুকুর ছেলেপুলেরা জলে ঝাঁপাতো, সাঁতার কাটতো। ঐ করে সকলেই সাঁতার শিখে যেত। নিজেদের ফলের বাগান থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল আসতো, আর আসতো টাট্‌কা আনাজ। পুকুরের মাছ, বারো চোদ্দটা গরুর দুধ। ধানের জমিও ছিলো। গরমের ছুটির সময় ছাড়া পূজোর সময় ও অন্য পূজো পার্বণে কেউ না কেউ বাড়ীতে আসতো। তিন চারজন রান্নার লোক, ছ'সাতজন কাজের লোক সব সময় ব্যস্ত থাকতো।

সেবার গরমের ছুটিতে যথারীতি সকলে একত্রিত হয়েছে, কিন্তু সকলেরই খুব মন খারাপ। যে দাদুকে কেউ কখনও শুতে দেখেনি তিনি এখন শয্যাশায়ী। একমাস হলো রোজ জ্বর হচ্ছে, কিছুই মুখে ভালো লাগছে না। জোর করে খাওয়ালে বমি করে ফেলছেন। খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন।

বাড়ীতে মদনমোহনের মন্দির, বাড়ীর মেয়েরা পূজোর সব কাজ করে, পুরোহিত পূজো করে দিয়ে যান। সন্ধ্যায় সকলে মিলে কীর্ত্তন করে। ছোট বৌমাকে গান জানা মেয়ে বলে এনেছিলেন, সেই কীর্ত্তন সুরু করে। দাদু দিদিমা রোজ সেখানে বসতেন। এখন দাদু এসে বসতে পারেন না। দিদিমা সব সময় দাদুর কাছে থাকেন, শুধু সকালে সন্ধ্যায় আরতির সময় এসে দাঁড়ান। দিদিমা বেশ মুষড়ে পড়েছেন। দুজনেরই বয়স হয়েছে, দাদুর পঁচানব্বুই আর দিদিমার পঁচাশী। দুজনেই বোঝেন এবার ফিরে যাবার সময় হয়েছে, কে আগে কে পরে যাবে সেই হল ভাবনা। কেউ তো কাউকে ছাড়তে চান না। দশ বছরের এদিক ওদিকে দুজনে এই

পৃথিবীতে এসেছেন, তারপর ছিয়াত্তর বছর একসঙ্গে জীবন কাটলো। কে আর ছাড়তে চায় সঙ্গীকে ? সকলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে দাদু এখন প্রায়ই বলেন, " আমার আর চাওয়ার কিছু নেই, সবাইকে রেখে আমি বেশ শান্তিতেই যাবো। মদনমোহন পায়ে ঠাঁই দেবেন, তোমরা এবার আমায় বিদায় দাও"। দিদিমার মুখ শুকনো, মাঝেমাঝে আড়ালে গিয়ে চোখের জল ফেলেন। চিরকাল চুপচাপ মানুষ, এখন মুখে আর কোন কথা নেই। নিজের কাজে কোনদিন অবহেলা করেননি এখন ওঁর একমাত্র কাজ হয়েছে স্বামীর সেবা। কেউ সাহায্য করতে গেলেই বলেন, 'আর ক'টা দিনইবা, তোরা আমায় করতে দে"।

বৈশাখী পূর্ণিমার পুজো হয়েছে। কতদিন হয়ে গেল, কবিরাজমশাই ওষুধ দিচ্ছেন কিন্তু কিছুই কাজ হচ্ছেনা। সন্ধ্যায় প্রসাদ খাইয়ে দেবার সময় দাদু দিদিমাকে বললেন, "শোন সেজবৌ, এবার আমায় ছেড়ে দাও"। দিদিমা জল খাওয়াতে খাওয়াতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে, নিঃশব্দে চোখের জল পড়তে লাগলো। রাতটা ভালোভাবেই কাটলো। ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই দাদু বললেন, "আমায় চান করিয়ে দাও, মুখে গঙ্গাজল দাও"। বড়ছেলেকে হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললেন, "এখন সব তোমার দায়িত্ব, এতদিন মিলেমিশে সকলে থেকেছো, কোনদিন মালিন্যের যদি এতটুকু সম্ভবনা দেখো তাহলে ন্যায়সঙ্গতভাবে সব ভাগ করে নেবে"। তারপরে ছোটবৌমার কাছে কীর্তন শুনতে চাইলেন। একে একে সকলকে কাছে ডেকে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। দিদিমা পায়ের কাছে বসে আছেন। একটার পর একটা গান হচ্ছে, কয়েকজন ছাড়া সকলে এদিক ওদিক নিজেদের কাজে চলে গেছে। দিদিমা উঠে তাড়াতাড়ি করে চান করে এলেন। ওরই মধ্যে দাদু মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে পড়ছেন। দাদুকে একটু যেন ভালোই দেখাচ্ছে। দিদিমা ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ চীৎকার করে দিদিমা বললেন," উনি চলে গেলেন"। যে কজন ঘরে ছিলো চমকে তাকিয়ে দেখে দাদুর মাথাটা একদিকে কাত হয়ে গেছে। বড়ছেলের হাত তখনও ধরা, সে বুঝতেই পারেনি বাবা কখন চলে গেলেন। সকলেই কাঁদছে, একে একে পাড়াপ্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভর্তি হয়ে গেল। কতক্ষন এভাবে কেটেছে, দিদিমা একভাবে পায়ের কাছে বসে আছেন। এবার আস্তে আস্তে উঠে বড়বৌমাকে ডেকে নিজের আলমারীর কাছে নিয়ে গেলেন। ধুতি পাঞ্জাবী বার করে দিলেন দাদুকে পরানোর জন্যে। নিজে একটা চওড়া লালপেড়ে শাড়ী ও সেমিজ পরে নিলেন, যেন কোথাও বেড়াতে যাবেন। হাতের বালাজোড়া খুলে বড়বৌকে দিলেন, কানের টব দুটো বড়মেয়েকে দিলেন। আমি সবার ছোটোনাতনি, আমায় ডেকে নিজের গলার বিছেহারটা পরিয়ে দিয়ে বললেন,"নাতজামাই আমাদের আর দেখা হলো না, আমাদের চলে যাবার সময় না হলে দেখা হতো। তাকে আমাদের কথা বলিস। কাঁদিস না, সকলকেই তো একদিন ফেরত যেতে হবে। আমরা তো কত বছর এখানে আনন্দে কাটিয়ে গেলাম"। আস্তে আস্তে দাদুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। কাছেই ছোটজাকে দেখে বললেন,"এরা তো কিছুই জানে না এদের একটু বলে দে কি করতে হবে না হবে"।

বড়ছেলে তখনও একভাবে বাবার হাত ধরে বসে আছে। তার কাছে গিয়ে বললেন,"বড়খোকা মন শক্ত করো, আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা করো"। উপস্থিত সকলেই ভাবছে দিদিমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। বড়ছেলে বললো,"মা তুমি একি বলছো" ? দিদিমা বললেন," হ্যাঁ বাবা ঠিকই বলছি, এতোদিন ওঁর দেখাশুনা করেছি, এখন একলা কি করে ছেড়ে দেবো বল ? আমিও যাব"। গিয়ে দাদুর পায়ের কাছে চোখ বুজে বসলেন। কান্নাকাটি, নানালোকের নানা কথা, একটা কোলাহল হয়ে চলেছে। ছোট নাতনি আমি ভয়ে

ভয়ে এদিক ওদিক দেখছি দূরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেখি দিদিমা গড়িয়ে পড়লেন। বড়মামা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন, "মা তুমিও চলে গেলে আমাদের ছেড়ে" ? তাড়াতাড়ি দিদিমাকে শুইয়ে দেওয়া হলো। দেখা গেলো তাঁর দেহও প্রাণহীন।

দুজনকে পাশাপাশি শোয়ানো হয়েছে। সকলেই একে একে তাঁদের প্রণাম জানাচ্ছে। পঞ্চভূতে তৈরী দেহ পড়ে আছে, দাহ হয়ে যাবার পর তা মিশে যাবে পঞ্চভূতে। আত্মা তাঁদের স্থান পেলো মদনমোহন ও রাধারানীর পদতলে। মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করেছিলো তাঁদের মন। মৃত্যুকে তাঁরা আহ্বান করেছিলেন মরনরে তুঁহু মম শ্যাম সমান ভেবে।

ছোটমামীমা এই পর্যন্ত বলে থামলেন। উনিই সেই ছোটনাতনি। গলায় তার পরা ছিল সেই হার।

স্মৃতি

শ্যামলী দাস

আজ Friday, ক্লান্ত মনে ক্লান্ত শরীরে office এর সবাইকে happy weekend, nice weekend জানিয়ে কাঁচের দরজার বাইরে পা বাড়াতেই এক ঝলক হিমেল হাওয়া মুখের ওপর চামর বুলিয়ে গেল। সাদা ঝকঝকে আকাশটাকে দেখে মনটা আনন্দে নেচে ওঠলো, মনে পড়লো আর এক সপ্তাহ বাদে দুর্গাপূজো, আকাশে বাতাসে তাই বোধনের বাজনা।

হঠাৎ মনটা পাড়ি দিলো ছোট বেলার পড়ার ঘরে । উত্তর দিকের জানলা দিয়ে এই রকম এক হিমেল হাওয়া আমার মনকে, সমস্ত অনুভূতিকে অবশ করে দিতো, এক চাপা উত্তেজনার আনন্দে -- মহালয়া, দুর্গাপূজো, কালীপূজো, ভাইফোঁটা, অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

হারিয়ে যাওয়া প্রাণচঞ্চল বয়সের অনেক বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো একে একে মনের জানলায় ভেসে ওঠে। সময়ের বেড়া ডিঙ্গিয়ে মনে পড়ে যায় হাসি কান্না সুখ দুঃখের মধ্যে বেয়ে ওঠা ওর দুরন্ত উচ্ছল কৈশোরকে, মা বাবা আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে সুখস্মৃতি। যদিও খুব অল্প সময় তবুও ওই স্বপ্নসলিলে ডুব দিয়ে মনটা পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে, হটাৎ মনে পড়ে যায় কলেজ জীবনের ছোট্ট ছোট্ট ঘটনা।

কলেজ জীবনের টুকরো টুকরো দুপুর। সবার মতন ক্লাসের ফাঁকে কলেজের মাঠে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পড়াশুনো, খেলাধূলো, রাজনীতি, সিনেমা, প্রেমঘটিত মুখরোচক আলোচনায় মশগুল, দুদিন বাদে কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে। পূজোর ছুটি আসছে, পড়াশুনোর চাপ নেই, কেবল হাসি গল্প আর গান। বন্ধুদের মুখগুলো মনে পড়ে। ঠিক পড়েনা, কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। পূজোর দিনগুলোতে সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে সারা কলকাতা শহরকে চষে বেড়িয়ে আবার রাত্রিবেলায় মা বাবার পেছনে গাড়ীতে বসে ভালোমানুষের মত একই ঠাকুর তিনবার করে দেখা, অষ্টমীর দিনে দেশের বাড়ীতে দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে সন্ধিপূজোয় অঞ্জলি দেওয়া, ঢাকীর বাজনা আর ধুনুচীর ধোঁয়ায় মা দুর্গাকে কেমন যেন স্বপ্নময়ী মনে হতো। পূজোর পরে আকর্ষণ ছিলো পশ্চিমে বেড়াতে যাওয়া। সিনেমার পর্দার মতন একে একে ঘটনা গুলো চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। দিনগুলো কেমন স্বপ্নের মধ্যে কেটে যেতো সবাইয়ের আদর আর ভালোবাসায়।মনটা গুমরে ওঠে ফেলে আসা দিনগুলোর - অব্যক্ত বেদনা " তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার" সেদিন আর কখনো ফিরে আসবে না। মনে হোলো এখন আমি ঘোর সংসারী বাস্তবের ক্রীড়নক।

ভাবতে ভাবতে কতক্ষন কেটে গেছে তার ঠিক নেই, হঠাৎ চমক ভাঙ্গলো যখন দেখলাম গাড়ীটা আস্তে আস্তে গ্যারেজে ঢুকছে। মনটা ব্যাথায় অবশ হয়ে আসে। গাড়ী থেকে নামতেই শুনলাম একমুখ হাসি নিয়ে স্বামী বলছে, " কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি এক সঙ্গে চা খাবো বলে, এত দেরী করলে ? "জবাব দিলাম এক সুরে রাস্তায় ভীষন ভীড়, ঠিক ঐ একই সুরে অনেক বছর আগে কলেজ থেকে ফিরে মাকে বলতাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আবার স্মৃতির পাতায় ফিরে গেছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম স্বামীর প্রশ্ন, "কি ভাবছো ?" জবাব দিলাম সামনের সপ্তাহে পূজো, মা যে টাকা পাঠিয়েছে শাড়ী কেনার জন্যে , পূজোর আগে পেলে ভালো হয়। "তুমি কি কিনবে পূজোতে ?" " আমি আর কি কিনবো ?" "পূজোর দিন সকালে কি পরবে ?" ভীষণ চমকে উঠলাম, বহু বছর আগে একমাত্র মেয়েকে বাবা ঠিক এমনি গভীর সুরে জিজ্ঞাসা করতেন "খুকু মা, পূজোয় তুমি কি নেবে ? " ইচ্ছে থাকলেও বলতাম আমার তো অনেকগুলো হয়েছে। বাবা ঠিক তেমনি ভাবেই বলতেন "পূজোর দিন সকালে কি পরবে মা ?" অনুভব করলাম গুমরে ওঠা ব্যাথা মিলিয়ে গিয়ে মনটা আবার খুসীতে ঝলমল করছে। মনে মনে ভাবলাম, স্মৃতি, তুমি শুধু কান্না বা অতীত নও তুমি ভবিষ্যতের সূচীপত্র। একটা দীর্ঘশ্বাস নিতেই দোলনচাঁপার মিষ্টি গন্ধ আমার সমস্ত চেতনাকে আবিষ্ট করে তুললো। দাদুর মুখে শোনা কবিতাটি মনে পড়লো "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে"র সেই অংশটি, "আমরা যথা হইতে আসি তথায় ফিরিয়া যাই, দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি"।

চিঠি
অনিন্দিতা দে

বলছো যখন লিখছি চিঠি,
তোমার কথা মিটি মিটি।
এনভেলাপের পাতা জুড়ে,
কথাগুলো দিলাম মুড়ে।
পড়বে যখন লাগবে ভালো,
মনটা হবে আলো আলো।
মনে কর মনটা আমার,
এই চিঠিতেই যাচ্ছে তোমার।
অনেক যোজন পেরিয়ে এসে,
অনেক অনেক ভালোবেসে।
দিলাম চিঠি তোমার নামে,
ভালোবাসার ছোট্ট খামে।
থাকবো বসে আমার বাসায়,
তোমার চিঠির আসার আশায়।

ননীবালা
অনিন্দিতা দে

ওই যে হোতায় ছোট্ট নদী চলে আঁকে বাঁকে
সবজী মাথায় ননীবালা বাড়ী বাড়ী হাঁকে।
ছোট্ট বাড়ী রয়েছে তার ধানের জমির শেষে
সেইখানেতে আকাশ মাঠ একসাথেতে মেশে।
তুলসীতলায় পিদিমখানি জ্বলে সাঁঝের বেলা
সেই আলোতে মুখখানিতে হাজার সুখের মেলা।
শিশুটি তার অবসরের আঁচল জুড়ে থাকে,
দিন যাপনের সকল দুঃখ ভুলিয়ে রাখে তাকে।
ননীর ছেলে স্বপ্ন দেখে রাজপুত্তুর, ঘোড়া,
রাজপ্রাসাদের চূড়াগুলি সোনার পাতে মোড়া।
সুখ দুঃখ ভরা স্মৃতি স্বপ্ন দেখায় মনে,
আশা বুকে অনেক নিয়ে দীপগুলি সে গোণে।
অনেক সুখের ছবি আঁকা ননীবালার মনে,
ছেলের মাঝেই ননীবালা রঙিন স্বপ্ন বোনে।

পূজোর আলো
রত্না দাস

সবুজ ধানের খুশীর নাচন রং ছড়িয়ে যায়,
নীল আকাশে সাদা মেঘ খুশীর খবর পায়।
শিউলি ফুলের মধুর হাসি পূজোর খবর আনে,
সোনারোদের আলোর সুর পূর্ণ আপন দানে।
সূর্য্য গেলো অস্তাচলে আকাশ হলো রাঙ্গা,
আঁধার নিশি উজল করে চাঁদ উঠলো ভাঙ্গা।
কালো আকাশ ওড়না টানে তারার চুমকি হাসে,
হাসুহানা গন্ধ ঢালে ছোট্ট নদীর পাশে।

ছোট্ট মন
রত্না দাস

জানলার গরাদে
শিশু মন বন্দী,
আকাশেতে চোখ
আঁটে নানা ফন্দী।
মাঠ ঘাট পেরিয়ে
সব বাধা এড়িয়ে
যায় ছুটে মনটা,
বেঁধে সুর বাঁশীতে
মুখ ভরা হাসিতে
ভরিয়ে মুখটা,
যায় ছুটে মনটা।
বাজে ছুটির ঘন্টা,
বাড়ীমুখো মনটা।

সুখ

সুস্মিতা মহলানবীশ

সুখ তুমি কোথায় ?
মানবের অন্তরে না সাজসজ্জায় ?
তুমি থাক পাওয়া সব কিছুর তুলনায় !
না - হতভাগা না পাওয়াদের সান্ত্বনায় !
সুখ তুমি কোথায় ?
মানবের অন্তরে না সাজসজ্জায় ?

মিছরির ছুরি

সুস্মিতা মহলানবীশ

মিছরির ছুরি শব্দটি ছিল জানা
ছিলনা শুধু তাকে বোঝা ও দেখার বেদনা !
আজ দেখলাম তাকে তোমার চাদরের নীচে
মিষ্টি হাসির আড়ালে চাপা পড়ে থাকে সে।
আমার বেদনা সে যে তোমার অসুখ !
আড়াল ছেড়ে চলে এসো তবুও পাবে কিছু সুখ
অহোরাত্র খুঁজে বেড়াও কুকথার মন্ত্রনা
মিছরির ছুরি তাই তো তোমার এত যন্ত্রনা !

ভুলিনি ভুলিনি

মোছারাতুল হক আকমল

আমাকে ক্ষমা করে দিও
যদি ভুল করে থাকি -
সময়ের আবর্তনে
দিনের তারতম্যে
বদ্‌লিয়েছে সব
কেন বোঝোনা
কতবার বলেছি
ভুলিনি, ভুলিনি।

আমাকে ক্ষমা করে দিও
যদি ভুল করে থাকি -
খোঁজ-খবর কম বলে
রাগ করে আছো বুঝি
এসে দেখে যাও
কি করে দিন কাটে
কতবার বলেছি
ভুলিনি, ভুলিনি।

The Spiritual Teacher (Guru)
By Shyamoli Das

Calcutta is a big city. In a part of Calcutta, a lady named Bhuvaneshwari used to worship Lord Shiva every day. She would pray to him: "Lord Shiva, please give me a boy to hold on my lap!" She prayed and prayed with great faith and devotion, and at last a son was born to her.

Bhuvaneshwari and Vishwanath Dutta were very happy with their baby son, born on the 12th of January, 1863. A gift from Vireshwar Shiva, she named him Vireshwar (Bireshwar). Everyone began to call him Biley, for short.

Some people are born with kind and loving hearts. They always try to help other people. Biley was like that. When Biley grew up, he was given the name of Narendranath -- but most of his friends called him Naren. When Naren passed the entrance examination of Calcutta University (that was in the year 1880), he was just seventeen years old. Then he went on to college.

From his boyhood, Naren had great faith in God. But now he began to think more about him. He asked questions and had many doubts. "Who is God? Where is God? Can we see God?" he asked. He often sat and thought about these questions. But it is not so easy to think of God. How is it that Naren could think of him so easily? Naren had always told the truth. He was as pure as a flower. That is why he could easily think of God. The more Naren thought about God, the more eager he was to see him. Every day, he became more and more eager to see God. He wondered if there was any man who had really seen God! If we want to learn anything, we need a teacher, a guide, who knows all about the thing we want to learn. So if anyone wants to know about God, he has to find some one who already knows about Him, some one who has seen Him. About this time Naren began to search for a spiritual teacher. He would go to all the religious people he met and ask them just one question. "Sir," he would say, "have you seen God?" But not one of them could say that he had seen God.

One day Naren went to Dakshineshwar to see Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna was very happy to see him. He brought some sweets and fed Naren as if he were a small child. Suddenly Naren asked the question he had asked so many other religious men, the question he had come to ask. "Sir," he said, "have you seen God?" Sri Ramakrishna replied: "Oh, yes, indeed, I have!" Naren looked at Sri Ramakrishna in astonishment. "I see him as clearly as I see you," added Sri Ramakrishna. "One can see and talk with him as I do with you." Naren was surprised at this answer, and he was delighted. He listened carefully to all that Sri Ramakrishna said.

Naren always wanted to test the truth of what he was told. He could not believe anything just because someone said it was true. Sri Ramakrishna had said that he could not stand the touch of money or metal. Naren wondered about this. One day, when no one was in the room, he put a silver rupee under the mattress of Sri Ramakrishna's bed. He came and sat on his bed. He jumped up, as if stung by a scorpion. "What has happened to my bed?" he asked. The bed was searched and the rupee was found. All this while, Naren was standing in a corner, and saying nothing. "This is the spiritual teacher I have been searching for!" he thought to himself. So Naren became his disciple.

The Pleasures of (My Son's) Childhood
By Ian Watt

I had often thought about what it would mean to be a father. Most of the time I thought, "I'm not ready for this." After I reached thirty, this moderated, and my thoughts were along the lines of what fatherhood might actually be like. It was no longer something that seemed impossible. Getting married at twenty-nine also helped.

Now I am a father I know that only one of my previous experiences foreshadowed what has become the reality of my life. When I was thirteen I was on a bus and the child next to me (maybe six or seven years old) fell asleep lying across my lap. For the next thirty miles or so I supported her head as she slept, and I felt the sheer vulnerability and trust of the child, and that I was, for a moment, justifying it.

I feel this now for Rian, but nothing ever prepared me for the sheer pleasure of being with a growing person with vast appetites for life. What especially attracts me is the immediacy of everything. If he's happy, he is truly, completely happy. If he is miserable, his whole world has ended. "Now" is the only time scale he knows, and it is wonderfully refreshing to be part of it. He concentrates, as all children do, absolutely. It's a skill I wish I could win back.

Now he's around fourteen months, we go for short walks together. Under the trees a leaf, or a twig, will become intensely interesting, be examined, turned, twisted, tasted — and then dropped utterly. On to the next "now." Even his anger is refreshing. When he hates me — if I've refused to give him a bottle of bleach, for example — he hates me with a vehemence that would lead to bloodshed if he were big enough. Just a flicker later it'll be gone and it never was.

This afternoon we took Rian to the local swimming pool for the first time. Rian reacted as usual: staring silent and serious at everything and everyone; taking in the noise, the people, the feelings then gradually moving into the games and the water, becoming more active by the minute. As I stood above him I saw my stomach fuzzy with hair, and I remembered being a small child at the pool in England looking up at the benign hairy tummy of my father above me. For a moment, I was my father, looking down on me. Perhaps I came of age.

Kipling On Personal Growth
By Lali Watt

Rudyard Kipling invokes many and varied reactions in the hearts of Indians and Indophiles alike. Whether or not he was a friend of India, and whether or not he was a racist, are the subjects of active and acrimonious debate amongst the literati. However, leaving aside such questions, (which admittedly for me has only been done somewhat grudgingly and with some reservations), I have found one of his poems to be extremely inspirational and stirring.

I have returned to it again and again since I first encountered it and it has provided practical guidance at many junctures and guided my thinking in many ways. Apparently, and coincidentally, it also appealed to my father-in-law as he gave us a copy of it printed on beautiful handmade paper. We have framed this and it hangs in our bathroom at home where I cast a bleary eye on it most mornings while brushing my teeth. Ian has also found it speaks to his needs and borrowed it for a while to hang in his office while going through a rather intense period of office politics.

I would like to share this piece of poetry with you. Maybe some of you will enjoy it as much as we do and maybe even find it useful. In spite of its gender bias, (which I believe is merely a reflection of Kiplings environment and time), I think it applies to women just as much as to men. So — apply appropriate mental editing and read on!

If—

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;

If you can dream — and not make dreams your master;
If you can think — and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: 'Hold on!'

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings — nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And — which is more — you'll be a Man, my son!

—— *Rudyard Kipling*

FINE FEATHERS MAKE FINE BIRDS?

Nita Shrivastava

Ask anybody and they will agree that it's not easy being a leader but it's worse to be the chief of a tribe. Booku truly believed that uneasy lies the head that wears the crown. Especially if the crown was made of dried grass and large bird feathers - with a fist size granite set in the middle. Wouldn't you be uneasy if you had to wear a headgear while your migraine and sinus flared up. Or if you had to look over your shoulder all the time lest you get attacked from behind by one of your council men and balance your fancy helmet at the same time. Or if your crown had feathers which weren't too light and trapped heat and sunlight. He was sure an elaborate cap was thought out because it would ensure honor and respect paid by ordinary folks to the wearer of this cap. More likely Bearer of this cap thought Booku. Otherwise, who would wear this ridiculous hat. But right now Booku could do without the honor — if only he could take off his crown for a couple of hours while the sun came down and it got a bit cooler.

What Booku did not know was that the crown was designed by visionaries, centuries ago — not to pay their respect to the king — but to hide their baldness. By the time a man became a king, he was old enough to be bald and haggard enough to need this pomp and gaudy display of uniform to hide what nature had taken away from him — his youthful beauty. Of course, Booku had no way of knowing that, or why in his tribe a king could never be seen, even by his family members, without a crown.

Booku knew that every king contributes something to this world and makes his mark in history. What would Booku's accomplishments be? A crownless king. No that would be too drastic! What about wearing the crown only in the presence of the public. Good, but not history material. Or better still why not wear it only when he conducts court. Hmm... Maybe it would be best to wear the crown only on special occasions and religious ceremonies. That would be only a couple of times a month. That didn't sound so bad! Well, he would have to first create the grounds in order to introduce this new concept. Already the arguments in its support were forming in his mind. If he worked on it he could pass a law or resolution by the next full moon.

Thrilled with himself, Booku took off his crown, wiped his sweaty, grimy face and stepped out into the next room where his grandchildren and their nannies were playing. "No one has noticed anything unusual" thought Booku, "Well for that matter no one has noticed me. I am not sure I like this." He went past the ladies corridor, excusing himself from the guards, past the kitchen, through the garden and no one even once bowed or made way for him. Fastening his pace and wanting to get out of there as quickly as possible, Booku broke into a run and didn't stop until he reached his own room. His wife who was playing solitaire said without looking up "Fix the leaky faucet before the king notices it."

At first Booku did not realize his wife had mistaken him for a plumber. He leaped into the bathroom, shut the door behind him, his body drenched in sweat. A nobody without a crown. No one even knows my face if I don't wear that thing. He dragged himself to the wall and looked into the mirror.

For a moment time froze for Booku. What he saw before him was an old bald man. So much like his father and his grandfather — only more tired. Has it been such a long time since he bathed and dressed by himself. He hadn't seen himself without a crown for years now. And such a big bald patch right in the middle of his head! He steadied himself and tried to pull his wits together. A patch of skin shouldn't or mustn't unnerve a king. How can he blame the others when he himself couldn't recognize his own face. He had to think of a way out. Some kings would use this as a disguise to move freely in the city and know what their subjects really thought of them. But Booku knew that was not his cup of tea and besides he was too old for that kind of adventure. He gazed at his reflection for a few moments and suddenly broke into a smile. Bright ideas always come in a flash. And what he saw was more than a flash. He could get rid of having to always wear the crown, pass his resolution of the chief having to wear the crown only on special occasions and live life for the first time as a royalty without its burden. But wait a minute, would the next chief think this a good idea not to wear the crown at all times. After all he had to consider the future generations too. Then, when he thought of who would be the next chief, he knew that the idea would be appreciated.

Booku cradled his head between his arms and chest and hurried back and called for a council meeting. Buried under his crown he put forth his case and since it affected no one else's head there wasn't much of an opposition. One councilman, however, did mention something about tradition but the others hushed him up saying that anti-traditionalism was the "new wave." So Booku passed his law then and there and taking off his crown said that since he felt lucky today he would like to make another announcement. He would be retiring and his first child would take over as chief of the tribe. Could the priests fix up a coronation date as soon as possible.

Everyone in the room stood still for a moment. Then they smiled at Booku's farsightedness. The way he handled not wearing the crown and yet making the next chief look presentable was a stroke of genius. Slowly the room began to fill up with applause. For you see Booku's first child was a daughter and as a woman the chances of going bald were slim and so the crown was not needed to enhance her beauty. And maybe by the time her son became king, they would surely find a cure for baldness or at least a more comfortable way to hide it.

It was indeed a feather in Booku's cap.

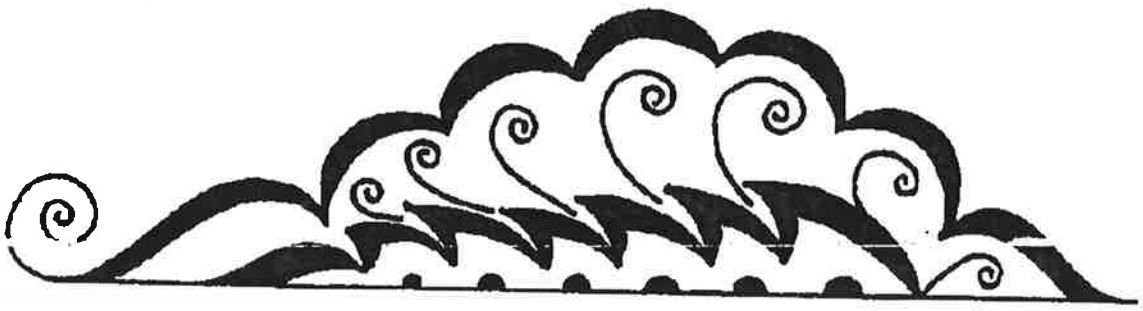

A FLY BY NIGHT IDEA - By Nita Shrivastava

DICKY bird had spent most of her life standing on a rhino's back or on a buffalo's horns. "A free-rider," "a bird's eye view whether she is flying or not" were phrases she heard often. But in reality Dicky hated the spot for which she was so famous. The animal below was always covered with mud and she was allergic to the insects that lived on the mud-pie. And for most of the day the buffalo spent his time submerged in water. And as for the rhino — he was prone to charging around for no apparent reason. What Dicky would really have liked, was to walk next to the animals and graze besides them. But this was not as easy as said. Dicky could handle the animals' odor, the unintelligent conversations they had with each other, but Dicky couldn't stand the swishing of their tails. That tail was something Dicky would have to deal with to make life easier for her and the next generation of dicky birds.

Wait! The tail swished because of those flies. That's it! Dicky had found the cause of her miseries. It was the flies that had to go. They were her tormentors. Now Wait! Flies and mosquitoes belonged to the same family don't they? If I know what destroys one member of the family the others would be easy. Hey! Isn't it true that a Columbian scientist has found a cure for malaria. So change the concoction a bit and it's ready to handle flies, too! That's it! Meet this scientist or savior or whatever you call him and walk with dignity besides these big animals for the rest of your life.

With this in mind Dicky set off for Columbia. No map or route guide or even a slight hint as to where in Columbia. That kind of information is for humans. After all what is the biological clock and map inside her head intended for?

No sooner did Dicky take off that the crane asked "Since when have you and your lot started migrating." The swan lifted his head and bellowed "Set the biological clock to Eastern Standard Time or else you will reach the District of Columbia." "Here goes the sleuth bomber avoiding every radar" cawed the crow. Even the sparrow couldn't resist "Hold those wings at 45 degrees angle for an aerodynamic effect." Very funny! Let them laugh and I'll get the vaccines. This was her flight to freedom, upliftment, independence and an upward movement in the social hierarchy. Big words, but that is exactly what Dicky felt — BIG. BIG AND BOLD.

While unaware of his oncoming visitor, the brain behind the vaccines was staring through a pair of thick eye-glasses into a test-tube of green liquid. Since he was a hog his nose got into the way of bringing his eyes too close to the test tube and hence the pair of high powered spectacles. "I probably would have had more energy to pursue this experiment if it wasn't for my swishing my tail to drive off these flies. If only I could be like that fairy tale tailor who killed 7 flies in one stroke." He pulled out his calculator did some quick computing and said "23 strokes a day will keep flies away." Maybe he was in the wrong profession. He would easily do 50 to 60 strokes a day for others and make a handsome living. The malaria vaccines took him as far as CNN BBC and other headline news. But this stroke business would open up talk shows on MTV and maybe even his own video cassettes on "Saved by the stroke." His palms began to sweat as it always did just before a bright idea. No more dull glasses or drab lab coats or boring scientific followings — but real fans — fans who would write proposals of marriage to him,

fans who would donate their inheritance to him and if he plays it carefully, a fan or two who would take a shot at a president in order to impress him. Phew! He must work on how to get the maximum strokes in the minimum time and effort. Freedom at last — from now on life would be a picnic with flies, more flies and more and more flies.

He was startled by a buzzing sound near his ears. "Sir are you the person who has gifted this world with the anti-malaria vaccine" asked the visitor. "No — eh I mean yes the stroke — I mean anti-malaria vaccines — Yes its me."

"Then Sir, let me first congratulate you for your achievement and the inspiration you have been and explain how you can help me." Dicky neatly folded her wings and carefully went over the details of her requests. Hog was blinking at her with his mouth wide open. Why hadn't he thought of a vaccine for flies. Of course flies and mosquitoes belong to the same family. YES YES YES it could work! But what about the fan following and the glory of making the right stroke. He had one look at Dicky and made up his mind. If a bird who had spent most of her life perched on the back of a beast and yet heard of his invention, a bird who had never been known to take such long flights had flown to meet him, a bird who on the conviction that only he could change her life had come to see him — well he could live without fans who would let presidents live. He would work on that vaccine. He looked up to her, smiled and said, "Perch yourself on my back and tell me what do you think of life in Columbia. Maybe we ought to fight this thing together. A bit of vaccines for flies and a bit of the old fashion method of killing them with a stroke of the swart."

What I Am

By birth a Bengali, proud to be related by blood
to my greater family, and to the source of all that there was
great in the age of renaissance in modern India —
the same songs of bauls, vaishnavs, and bhatiali —
green fields, palm trees, flowing rivers —
that stirred the souls of poets
and simple farmers, artisans, weavers and clerks;

By history an Indian, part of an ancient civilization,
Hindu thought and wisdom, the non-violence of Asoka and Gandhi
amidst a nation full of diversity, turbulence, and turmoil;

By geography an Asian, sharing the same bread with neighbors and friends —
Buddhists or Moslems, Christians, Jews, or atheists,
feeling the pain of Koreans plundered in LA riots,
the suffering of Afghans bereft of their homeland;

By training an engineer, analytic, and striving
for products of the best quality,
giving concrete form to ideals;

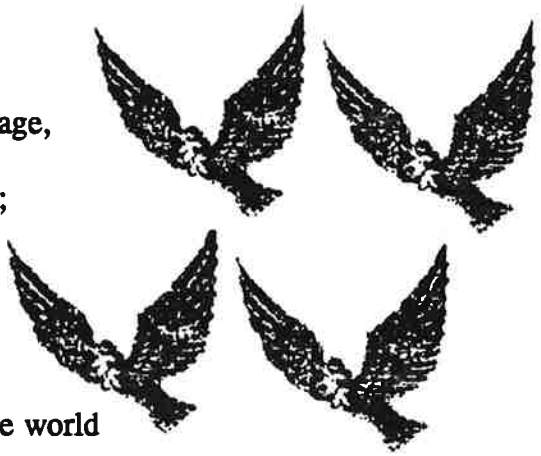

By nature a musician, speaking the universal language,
taking time,
perfecting the art of speaking from the heart;

By choice an American, embracing liberty,
justice, freedom of expression, and change -
along with the fast lane of life;

But above all a father, husband, and a citizen of the world
rejoicing with Arafat and Rabin —
with hopes to see the end of the thousand-year-war;
Rejoicing —
that in spite of Bosnia, Somalia, and the birth pains of
several little "nations",
peace is still on our minds.

—— *Amitava Sen*

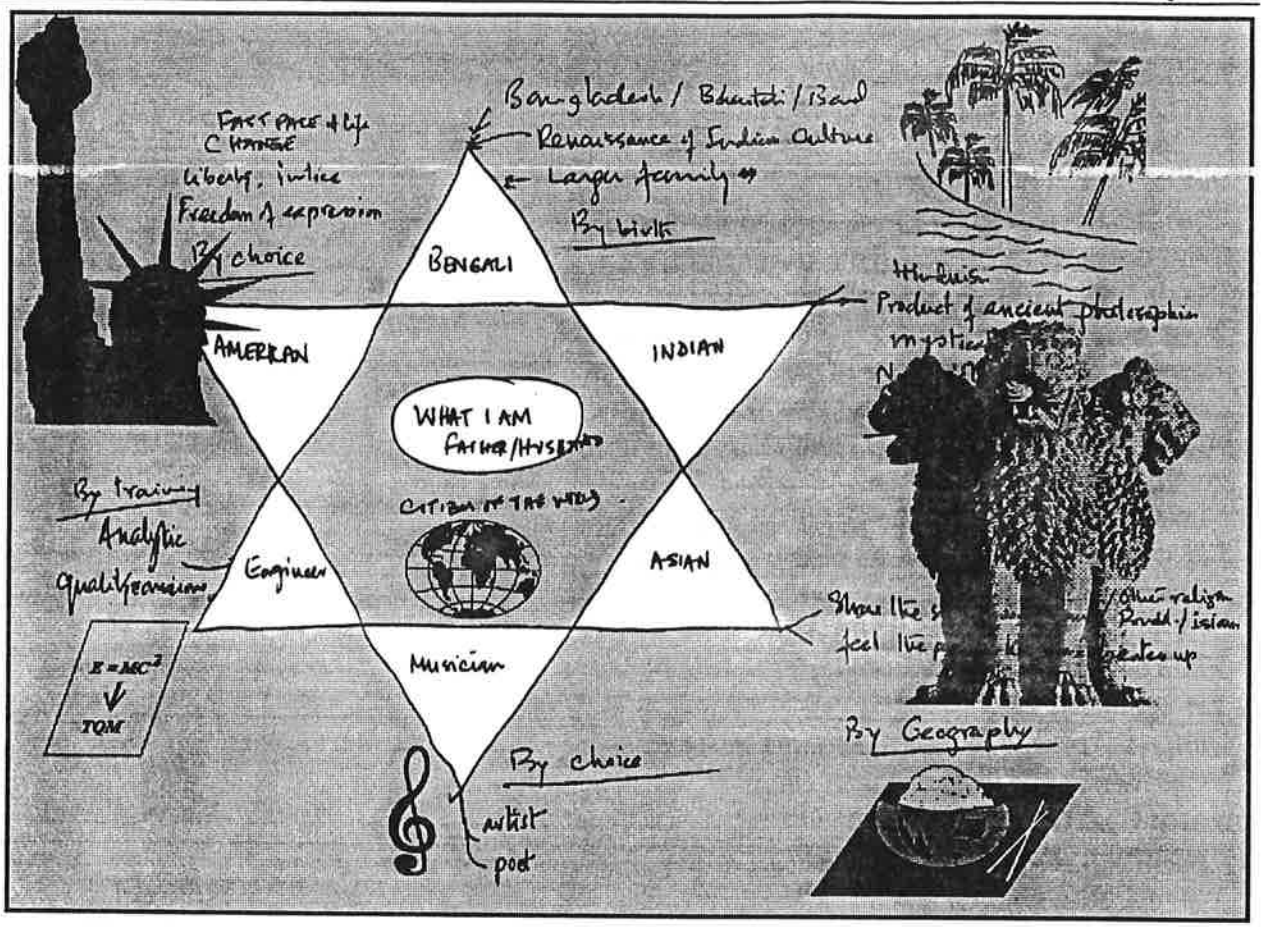

THREE LITTLE ITEMS
By Suzanne Sen

1) A Note: The figure above is an example of what some educators call mindmapping, done in the form of a mandala. The technique is a very useful tool for taking notes, as well as for organizing one's thoughts in preparation for writing. I just learned it, taught Amitava, and thought I'd tell you.

2) A Postscript to Lali's article on Kipling

The first article in the June 1993 issue of Reader's Digest is on Kipling and his poem, "If--." "You'll Be a Man, My Son!" by Suzanne Chazin is a wonderful, touching article shedding light on Kipling's character. Born in Bombay, he was sent at 5 years old to England for school, where the woman paid to board him abused him. He, however, "willed himself to remain cheerful. Years later, he wrote that the experience 'drained me of any capacity for real, personal hate for the rest of my days.'

Also presented are his love for his children, writing "If--" for his 12-year-old son, loss of the son in WWI (missing in action), his work honoring the dead, and the story of naming his French godson. A French soldier sent his medal for bravery in war, tied through a bullet hole in a French translation of Kipling's novel Kim, to Kipling. The book had saved his life, stopping the bullet. When the man's son was born, Kipling, as godfather, named him after his lost son John as a token that John had not sacrificed his life in vain, but for the unborn, so that "another father could know the hope and delight Kipling had felt, watching a son become a man."

3) A Topic for Discussion: The Language Bill in the Georgia Senate

Remember Lali's article last year about Belgium's two languages and her conclusion about individuals benefitting from being multilingual but nations perhaps not? The Georgia Senate is now considering a bill, SB 127, which, while designating English as the official language of the state, authorizes use and printing of official documents in other languages. Proponents say, "Why should people wait until they can read English before voting?" There are better ways to go. Would the Indian community like to discuss, comment to Senators, & improve the situation while saving government money?

A Prayer

Oh Lord, Give me strength to be able
To look within to correct my own fault and
Not to find fault with others.
Give me the will to live in peace and harmony
With everyone, to accept them as they are.
Remind me always to take loving care of
Your creations and never to pollute the earth.
Give me faith and make me joyful.
Let me accept everything that you bestow —
A loving family, true friends and everything else —
As your bountiful blessings.
Make me humble, give me detachment.
Let me do my daily tasks as offerings to you.
Let me never waver in the certainty that
You will always take care of me.
Pride has no place in spiritual life.
Let ego disappear.
Please cleanse myself and make me ready to
Surrender totally at your lotus feet.
When the final fall comes, may I be
Prepared to cast off the existence
Without once looking back,
And with eager anticipation to be one with you.

—— Pranab K. Lahiri

By the River, Looking Towards the Castle

City settles into sunset, gray stone
Overlooking an old silver river
Set on fire come late Spring evening.
Hands cold in jacket pockets,
Eyes burn, branding images
Indelible to the fastness of memory.

I saw walls where the martyrs died
In freedom's name, that second Spring
Came in fall, November seventh.
The ice melted in Prague,
And thaw was on, come one and all,
Young faces, pink-cheeked in wreaths of fog.

The old men cannot look, the eyes must turn
To catch a sideways glance, a skipping over
In distrust taught by pipe-laid thugs,
Electric shock governments,
Lobotomies and psychiatric wards,
Friends gone, whereabouts unknown.

In the Jewish ghetto, all Jews are gone,
The gas chambers were not far
From this city of Mozart,
The Mitteleuropa of Freud and Kafka,
Icons drinking coffee with cinnamon,
I catch faint glimpses.

—— Yasho Lahiri

Away Too Long

I can't bear to see the sunsets,
Purple and pink, the colors of secret places.
It hurts my eyes to see the clock-hands move,
The orange orb dip into the water,
The knowledge of what must surely pass
Is too soon, too certain,
The eyes and heart too hungry.

Give me a city, which with proper respect
Breaks the eyesight into planes,
Classifies, orders, both vertically and
In the mind which grasps the easier certainty
Of streets, and buildings, faces half-seen
With no attempt to force into memory.

I need to feel the urge to place
One foot in front of the other, make choices,
Food to savor on the tongue,
Words on pages to tickle my mind,
Even the leaves on trees, turning in fall,
Are framed somehow in the mind
By straight lines of the avenues,
The sureness of horse-drawn carriages,
Waiting eternally at the south end.

When I see trees and tread on grass,
I want to know that, nearby,
I can glide across the concrete,
Leaning forward into the breeze, eager
In the crowds of opera-goers,
Those who wait outside theaters,
Or talk convivially in glass-fronted spaces
Where waiters hover, and voices bubble
Gushing to and fro like a spring stream.

—— Yasho Lahiri

A Train Journey

It was a journey I was to undertake,
Not out of compulsion, just for visiting's sake,
For the people left behind, I felt not an ache,
For it had been my wish, a trip I was to make.

I boarded my compartment,
And looked around in contentment,
The seat was nice and comfy,
The place was big and airy.

The lights turned green,
I floated into a dream,
The whistle tooted off,
The train chugged off.

Slow at first, faster it went,
Faster and faster it went,
The station disappeared from sight,
Into the minds of many, brought a momentary blight.

The trees sped by,
The lamp-posts flew by,
The adjacent tracks raced along,
And a station came, before long.

The train pulled in wearily,
The wheels screeched noisily,
The porters clambered in hastily,
And I stretched myself lazily.

I saw near the tap, a single bent form,
Towards which I would have to make briskly,
And return in a jiffy.

The Guard waved his flag,
And blew his whistle,
With a jerk, the train moved off,
With it, my mind flew off.

A bridge came along,
Over it, we raced still,
The river was lazy beneath,
And in a distance, I could spy a boat sailing along.

Morning passed away, afternoon came on,
Afternoon passed away, darkness came on,
The countryside melted into blackness,
I was overcome with weariness.

Night threw her blanket on me,
Sleep began to soothe me,
My eyes open, I could no longer keep,
I dropped off into the funk-hole of sleep.

Morn brought the sun along,
On my lips was a song,
There I was but, sad and melancholy,
For my journey was going to, shortly, end.

Before long the station showed up,
And slowly the train slowed down,
The platform came on,
At length, the train halted.

My bags I picked,
And from the train, alighted,
My journey was over, it was the past,
My mind came back to the present,
Wearily, I thought of the future.

- Arindam Bose

Why Do I Write ?

Why do I write these lines,
Day after day I fill,
Page after page,
Of verbiage.
To lower levels of mediocrity, I stoop,
Words put together by a nincompoop.

Will you ever read them,
When I show them,
To you,
O when will I ever find you,
I despair, maybe never.
I know you are out there,
Somewhere,
But as I grope in the darkness,
Eyes blindfolded, encased in blackness,
Looking for you,
Don't know where to look,
Don't know where to search,
And have not your hand to guide me through.

So to relieve the monotony and weariness,
And terrible ache of emptiness,
I try to put together words,
But alas, true to my mind,
The lines do not any rhythm find,
And neither meter of any kind.

Though I have not,
A clue as to,
Where you may be,
But the mind refuses,
To listen to reason,
It only drives me further on,
To make my resolve stronger,
Of finding you, come whatever.
And so it eats itself up,
Trying to think of you,
But knows nothing of you,
How you are,
Where you are,
Do you like this,
Do you like that.

Drives me nuts,
Gives me fits,
Makes me crazy,
With despair and worry.
Thinks only of you,
Day after day, night after night,
Oh! I do not have in sight,
When I will find you, the one for me, right.

The ache and the pain,
In the words is so very plain,
The disorder and chaos,
Of my mind and heart,
Is so stark
And poignant in these verses
Of inane and mediocre art.

When you see them,
Will you laugh,
Think I was such a wreck,
Even when I had, of evidence, not a speck,
That you existed,
But still believed you did,
And had hope, only hope,
That some day, find you, I will,
Yes, my dear, I will.

- Arindam Bose

STORY -- HUMOR NONFICTION
YEAR -- 1977½ — present
TITLE -- **FIVE STOPS OF LIFE**

FIRST OF ALL, I WOULD LIKE TO THANK:
THE WORLD, PARENTS, AND OF COURSE
ME.

It took a lot of courage for me to come out of hiding and tell this fascinating story. I am not trying to "blow my trumpet" or "boast about myself," but sharing a piece of my life that could make you laugh, cry, or may even make you wonder, "Uhm!" By the way, this is not an autobiography to bore you to snooze.

Anyway, the past 18 years of my life has been a "merry-go-around." It all started when I was 2½ years old in Kalyani, India during the year 1977½. After learning the hardest things in life (i.e. talking, walking, using the toilet and other zany things), I began to proceed further by entering a new era of life known as "GET AN EDUCATION." So, I went to my first school called Wispers' Meters School where I was to learn A,B,C, etc. First, I thought "Hey! how hard can it be!" On my first day, I just stared at my teacher as if I did not belong there and didn't learn a thing. HOLD IT! I did learn something: as I recall, I had a passion for SCRIBBLING which even today bothers me. As the months swimmingly passed by, I became extremely good in writing, reading, and saying our friends, "THE ALPHABETS." This was my first stop in life which was to experience ENGLISH by learning in an ENGLISH MEDIUM PRE-SCHOOL and it lasted only for 2 years. Going to school became a HOBBY because, what can I say, "I am a sucker for school." Then one day the news arrived that we were to move to good old RAJASTHAN where dad got a better job. I was ecstatic, but not for long. I knew something sounded fishy at school. As I began my 2nd grade in a new school, I found that students would sometimes talk in a language I was not familiar with. Later, I came to know that it was our national language, "HINDI." This was my second stop on the bus to life. You think learning to write for the first time is difficult, then you haven't heard a thing yet. I had the worst time learning HINDI, it was so darn hard. At first, I thought it's only going to be for just a few months but it dragged on for one year. By that time, Hindi became my "mother-tongue" language. I was kind of getting used to living in RAJASTHAN because it's a picturesque country. But there were TWO STRANGE THINGS: one is that the monkeys (too many) would come for bananas every day, and I had to ride a TONGA (horse-cart) to school (it was extremely funny). Beside these, the whole place was peaceful. I wanted to remain there but NO! we moved again, yes you read right, we moved again for the THIRD TIME. This time it wasn't our CAPITAL, DELHI, or our HOLLYWOOD, BOMBAY, or even home sweet home, CALCUTTA, but a weird place known as HYDERABAD. NOTE: Hyderabad is a fabulous state in India. People are very friendly and the location is DIVINE. At first, I was thrilled, but after two days, I was frustrated with everything near, around, or in front of me. Things began to change after I was enrolled in a school; I made many new friends and the best of all is that I got to SKIP 4th GRADE. I thought, "Life couldn't be better." I realized that I was in for a treat and school here is going to be a piece of cake. Well, like always, I was wrong. (I hate when my realization is WRONG.) As I began school, I had to learn many new

customs and language which was very intriguing. The language which I experienced, TELUGU (native language of Andhra Pradesh), was PATHETIC. By now, I was pretty tired of the whole situation. We lived in Hyderabad for 2½ years and I became fluent in TELUGU. RIGHT when I became attached to Hyderabad, my dad's immigration papers arrived and we moved to CALCUTTA. After returning back home, I was able to breathe the fresh air of my hometown. I knew I would not have to learn any more "SOPHISTICATED" language (joking). Well, I was, as always, WRONG because we could not go with dad. So, until our departing time, I was not allowed to stay home and as you have already guessed, I had to go back to SCHOOL AGAIN. This time I had to learn BENGALI. Until now, I never had any reading or writing experience with BENGALI. On my mid-term, I made the lowest grade in the whole 6th grade. Like that wasn't embarrassing enough but I was told that if I didn't pass the final exams, I would have to REPEAT 6TH GRADE AGAIN. So, my mom taught me everything I needed to know for the exam and THANK HER that I passed the finals with high marks. After a few weeks, we were all set to move again and this time for more than 2 to 3 years because we moved to the United States. After arriving to the U.S., I became lonesome and homesick, but we were introduced to many Bengali families and my loneliness began to disappear. After one year of elementary school, I proceeded to high school and made many new friends. In high school, I had to take a foreign language and I chose SPANISH (DON'T ASK ME WHY?). After learning Spanish, I forgot how to speak TELUGU, write BENGALI and HINDI. Spanish is quite an interesting language but if you ask me anything in Spanish, I will look at you as if you were a LUNATIC. It's 1993, I have graduated from high school and STARTED COLLEGE. As you see, my life hasn't been fun at all. I never had a steady BEST FRIEND, for which I regret very much but everything as always turns out for the best: I got the chance to meet different people, experience new customs, learn unusual languages and best of all, be able to see awesome places. To tell you the truth, after learning so many languages, English has remained my number 1 language AND ANOTHER THING, I find it funny that for the first time I actually lived in a place for more than 3 years and plan to live here yet another 10 years. Now that I have lived in EVERYONE'S DREAM COUNTRY, I would like to visit MY DREAM countries: LONDON, ENGLAND and VENICE, ITALY.

I hope you enjoyed reading my story because I surely did in writing.

Author: Miss Reshma Gupta '93

Fun Poetry

FRIEND

The stars will glitter
The flowers will smile
But a friend in this world
is very hard to find.

Wealth and youth
will one day go away
The whole world will
face the other way
But an honest, sincere, and
trustworthy friend
Will always remain and stay,
Which itself is never
easy to get.

—— *Reshma Gupta*

WHAT I AM

I can be subtle and neat
And perform excellence at any time
I can be messy and treat
My work like a big piece of slime
I can be graceful and glad
Like I know that I'm doing my best
I can be clumsy and mad
Like I'm very run down or depressed
I can be timid or scared or shy
I can be brainy or really very dim
I can give everyone a quick smart reply
I can be careful or out on a limb
I've seen myself clearly, I truly agree
I want to keep it the same, just plain simple me.

- Rajarshi Gupta
(Columbia, Maryland)

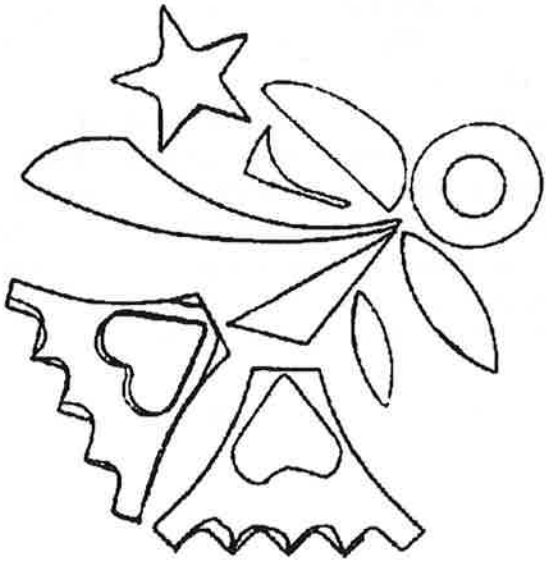

2 Drawings
By Sandipan Mitra

THE UNDERWATER KINGDOM

The ocean, I say
Is deep and dark
And once, it covered
Noah's Ark.

The gold and silver
In a wreck
I believe it's too much
To write a check.

The most beautiful place
I've ever been --
The ocean
And the unseen.

By Marjorie Sen

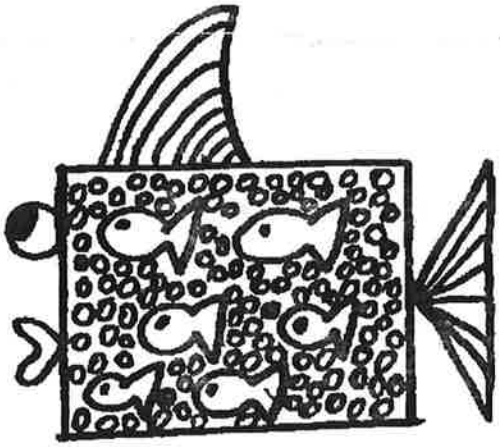

HAIKU

1. Brown, black, white bandit
   Climbing up an apple tree
   Seeking all its food.

2. Little worm-like thing
   Changed into a butterfly
   Fly away with glee.

3. Tall pine trees rustling
   Gold wheat waving in the sun
   Beautiful sunset.

By Marjorie Sen

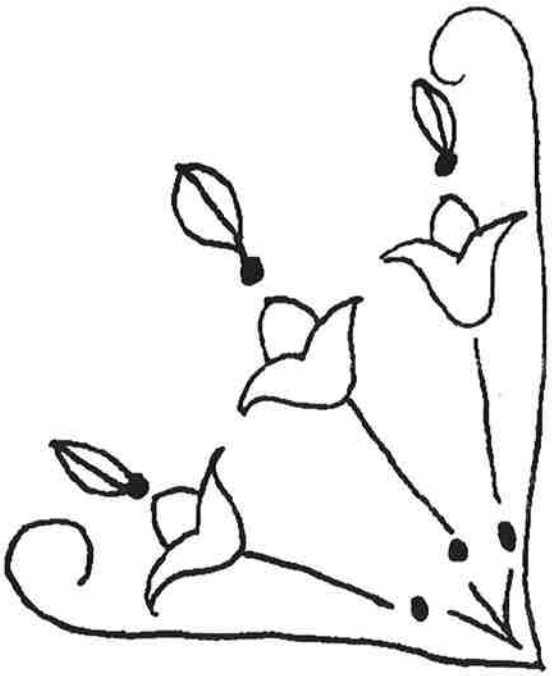

Diamante

spider
big, small
weaving, spinning, trapping
web, orb web, cobweb, fangs
eating, spitting, wrapping
poisonous, pesky
arachnid

By Marjorie Sen

Drawings
By Marjorie Sen

My Nature School Camp
By Joe Bhaumik
(Age - 7)

Today at camp I was early. I made a beaver and a beaver den. We studied beavers. At lunch time a wasp was bothering me. The best part was a movie. It was fun.

I went to camp. We made a picture. It was a seal. We studied marine mammals. In the morning I fed the ducks.

We went on a boardwalk. We walked in the woods. Then I made a squirrel. I studied deer. We picked up a snake.

I made a bat mobile. We played echo location. The way to play this is: someone is a bat, the bat gets blindfolded. Then the other people are moths. The bat says bat and the moths say moth, it goes on.

The best day at the nature camp was Thursday. I got to watch TV. Then I played alligator. I won three games. I made a mask. I liked making day animals and little magnets for the nature center to sell. I got to walk in the forest. I went on a boardwalk. I saw three ducks. They were following me.

Yesterday I went to camp. I went canoeing. I raced in my canoe. I liked canoeing. The snapping turtle came out. It was following my friend Andrew. Then it was lunch time. After that the teacher read a story. She asked if anyone wanted to sleep. Everyone wanted to sleep. It was great.

The Moon

The moon, the moon
is coming soon
I say day,
go away
Now, may I have a milkway.

—— *Priyanka Mahalanobis*
(Age - 8)

Drawing --
By Joe Bhaumik

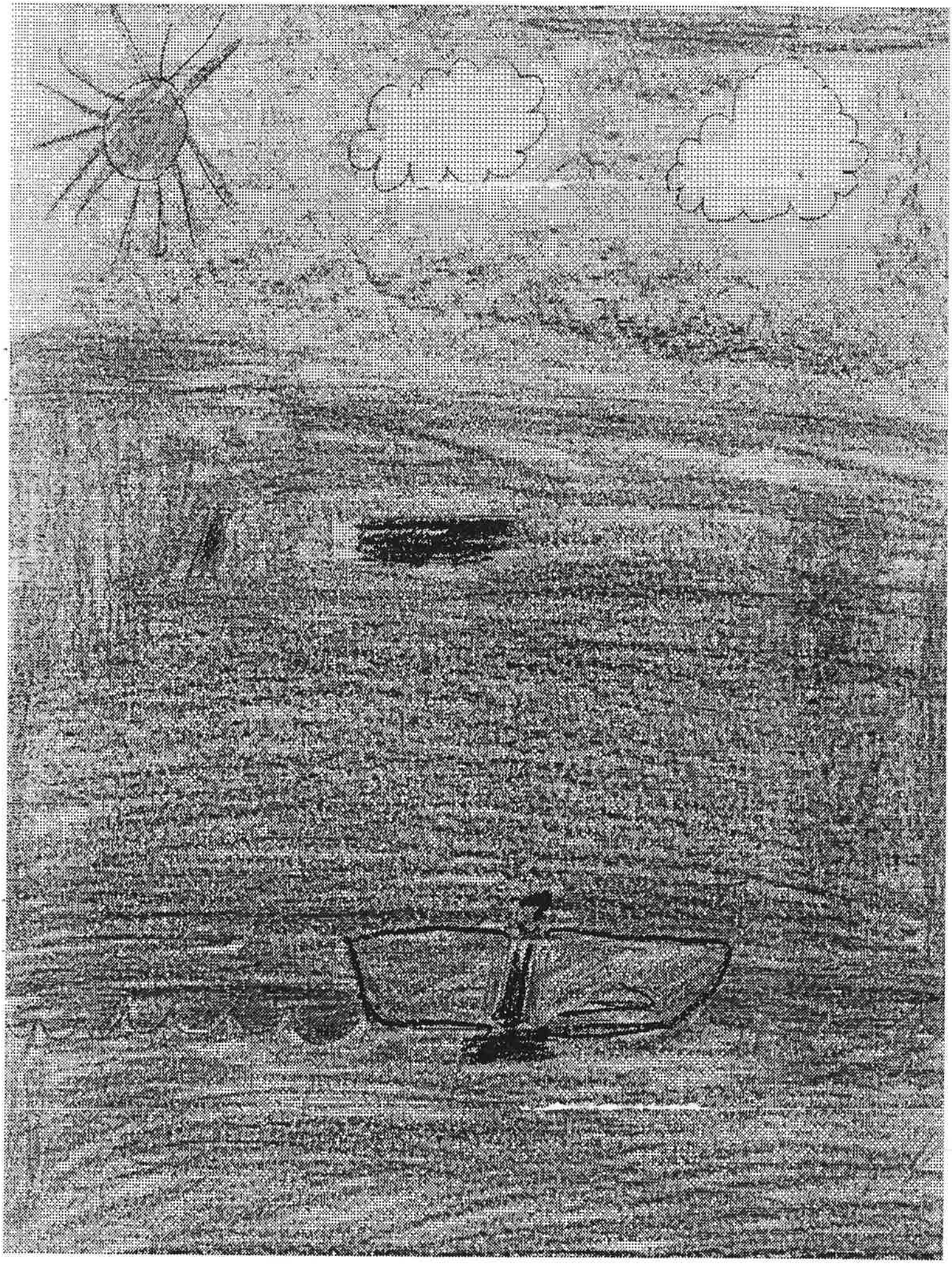

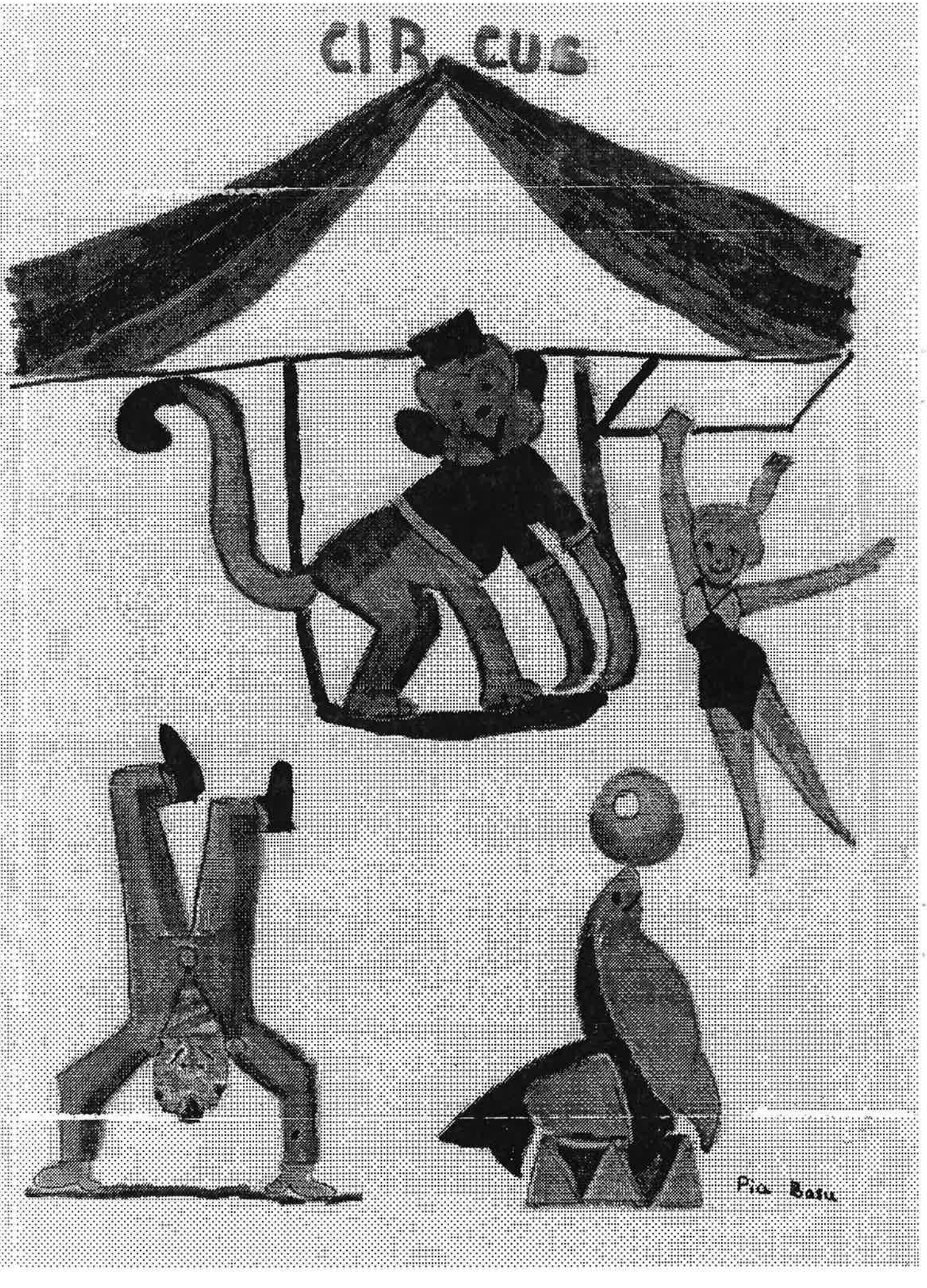
CIRCUS
Pia Basu

Garuda
by
Rahul Basu

Entertainment Program - October 16, 1993
3:30 PM

1.	Opening Song	Asok Basu
2.	Dance	Atasi Das, Marjorie Sen; coordinated by Atasi Das
3.	"Significance of Durga Puja" ...	Swami Yogeshananda
4.	Folk dance	Sid Roy, Rana Bandyopadhyay, Deb Dutta (Augusta, GA)
5.	Recitation	Sanjib Datta
6.	Dance	Mausumi Sen Gupta, Kakoli Mitra, Julie Chatterji (Huntsville, AL)
7.	Sarod	Chandan Ghosh (Montgomery, AL)

INTERMISSION

8.	Bengali Play "Prastab" by Ajitesh Bandyopadhyay (Based on Anton Chekov's "The Proposal")	Vaidyanath Roy, Partha Mukhopadhyay, Srilekha Mukhopadhyay; Directed by Chhanda Bandyopadhyay (Augusta Group)

9.	Dance		Atasi Das, Mohua Basu, Priyanka Mahalanobis; coordinated by Atasi Das
10.	Vocal		Indrani Ganguli (Augusta, GA)
11.	Dance		Mausumi Sen Gupta (Huntsville, AL)
12.	Instrumental		Ronnie & Bappa Basu
13.	Dance		Nibedita Banerji, Monica Lahiri (Augusta, GA)
14.	"Nrityera Taley Taley" (A compilation of Tagore's songs in a variety of rhythms.)	Dance:	Soma Datta, Sutapa Das, Reshma Gupta, Arati Mishra;
		Vocal:	Asok Basu, Mamata Basu, Jayanti Lahiri, Saibal Sen Gupta;
		Instrumental:	Amitava Sen, Anil Sharma, Apurva Shrivastava, Rafi Akbarzada

INTERMISSION

15.	Bengali Play "Boudir Biye" by Sailesh Guha-Niyogi	Atlanta Group

Boudir Biye

Synopsis of the Bengali play by Sailesh Guha-Niyogi

Four brothers live with their servant, Kanta, in a very disorganized household. The three younger brothers, Bhim, Nakul, and Sahadeb, decide that Judhisthir, the eldest, should get married to bring some order into their lives.

Each brother then searches for an ideal girl according to his preferences. They contact the matchmakers Rambabu and Shyambabu, and Nakul's friend Jackal Ghasu. Some others also respond to their advertisement for a girl. Bhim wants someone who can cook nutritious food; Nakul wants a girl of a Western culture; Sahadeb wants to bring home a singer. The three brothers then get into squabbles over their choices, when Judhisthir suddenly discloses that he has already married, and is going to bring his wife home the next day. This upsets the younger brothers and they decide to split up and live separately.

The second act opens with the two households cooking and living separately in the same house. Judhisthir and his wife Chhanda, however, have already secretly planned out the final outcome of this play.

Cast (in order of appearance)

Bhim	(2nd brother)	: Somnath Mishra
Kanta	(servant)	: M. H. Akmal
Nakul	(3rd brother)	: Soumya Kanti Das
Sahadeb	(youngest brother)	: Sougata Mukherjea
Judhisthir	(eldest brother)	: Amitava Sen
Rambabu	(matchmaker)	: Asok Basu
Shyambabu	(matchmaker)	: Jayanta Mahalanobis
Jackal Ghasu	(a girl's father)	: Pranab Lahiri
Pita	(Chhanda's father)	: Mukut Gupta
Swami	(a husband)	: Samar Mitra
Stree	(his wife)	: Kalpana Das
Chhanda	(Judhisthir's wife)	: Shyamoli Das

Direction : Jayanti Lahiri
Lights : P. K. Das
Sound : Sanjib Datta
Music : Jayanti Lahiri, Amitava Sen

How to Live: The Golden Rule
By Suzanne Sen

After another day on the road, with two rush-hour round trips carrying four 10-year-old girls to school (and back, to school) and back, and after shaking my head (again) at the lack of courtesy of drivers who would rather force a person off the road than give them a turn at changing lanes, I was relieved to find, in a 1950 book called World Neighbors, an excerpt from an even older book (1933: The Treasure House of the Living Religions by Robert E. Hume) that showed that the idea of the Golden Rule is not just Christian, but common to many religions! This makes the Norman Rockwell painting "Do onto others as you would have them do unto you," with its image of peoples of all races and religions, even more meaningful.

Buddhism: "Minister to friends and familiars in five ways: by generosity, courtesy and benevolence, by treating them as one treats himself, and by being as good as his word. Is there a deed thou dost wish to do? Then bethink thee thus: 'Is this deed conducive to my own harm, or to other's harm, or to that of both? Then this is a bad deed, entailing suffering.' Such a deed thou surely must not do. All men tremble at punishment. All men fear death. Remember that thou are like unto them, and do not kill nor cause slaughter."

Christianity: "All things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them; for, this is the law and the prophets. Thou shalt love thy neighbor as thyself."

Confucianism: "When one cultivates to the utmost the principles of his nature, and exercises them on the principle of reciprocity, he is not far from the path. What you do not like when done to yourself, do not do to others. Is there any one word which could be adopted as a life-long rule of conduct? Is not sympathy the word? Do not do to others what you would not like yourself."

Hinduism: "This is the sum of duty: Do naught to others which, if done to thee, would cause thee pain. Let no man do to another what would be repugnant to himself. This is duty in summary. Any other rule is according to inclination. This is the high religion which men of wisdom applaud: The life-breaths of other creatures are as dear to them as those of one's own self. Men gifted with intelligence and purified souls should always treat others as they themselves wish to be treated."

Jainism: "A religionist who is possessed of carefulness should wander about, giving no offence to any creature. Having mastered the Law, and got rid of carelessness, he should treat all beings as he himself would be treated."

Judaism and Christianity: "Thou shalt love thy neighbor as thyself.
Take heed to thyself in all thy works. And be discreet in all thy behavior. And what thou thyself hatest, do to no man."

Sikhism: "As thou deemest thyself, so deem others. Then shalt thou become a partner in heaven."

Taoism: "Pity the misfortunes of others. Rejoice in the well-being of others. Help them who are in want. Save men in danger. Rejoice at the success of others. And sympathize with their reverses, even as though you were in their place."

PUJARI : ATLANTA : Directory

DIRECTORY OF MEMBERS : 1993

DEBJANI & SUBHASHISH
204 SUMMER WIND DRIVE
JONESBORO, GA 30236

[illegible], KUMAR
APT 2011 DEKALB TOWERS 1501 CLAIRMO
DECATUR, GA 30033
(404) 315-1714

AKMAL, NILA & MUSHARATUL HUQ
4300 STEEPLE CHASE DRIVE
POWDER SPRING, GA 30073
(404) 439-7308

BANDYOPADHYAY, NARAYAN & ANIMA
1849 HIDDEN HILLS DRIVE
N. AUGUSTA, SC 29841
(803) 278-2707

BANDYOPADHYAY, RANJIT & CHHANDA
3629 PEBBLE BEACH ROAD
MARTINEZ, GA 30907
(706) 868-7627

BANDYOPADHYAY, SWAPAN & SUCHIRA
461 CREEK RIDGE
MARTINEZ, GA 30907
(404) 868-8300

BANERJEE, GAUR & JHARNA
156 MOSS CREEK DRIVE
MARTINEZ, GA 30907
(404) 868-6900

BANERJEE, MR. & MRS. SUBIR
4533 SHERRY LANE
HIXSON, TN 37343
(615) 870-2373

BANERJEE, SUKUMAR & NIBEDITA
723 JONES CREEK
EVANS, GA 30809
(706) 855-7268

BANIK, DR. & MRS. NAREN N.
2337 STEVENSON DRIVE
CHARLESTON, SC 29414
(803) 571-6010

BASU, MADHUMITA & ASIS
45 ASHFORD WAY
GRIFFIN, GA 30223

BASU, MAMATA & ASOK KUMAR
494 RUE MONTAIGNE
STONE MOUNTAIN, GA 30083
(404) 292-8323

BASU, ROBI & CHOITALI
208 HILL TOP DRIVE
PEACHTREE CITY, GA 30269
(404) 487-4922

BATRA, RAJIV & MIRA
1766 COVENTRY ROAD
DECATUR, GA 30030
(404) 373-4277

BHARGAVE, JAGAN
6232 CARLTON ROAD
RIVERDALE, GA 30296
(404) 471-4418

BHATTACHARYYA, ACHIRA & SWAPAN
6480 CALMAR DRIVE
CUMMINGS, GA 30136

BHATTACHARYYA, MR. & MRS. NRIPENDRA
122 ASHLEY CIRCLE # 3
ATHENS, GA 30[illegible]
(404) 543-8333

BHATTACHARYYA, PARNA
150 E RUTHERFORD STREET
ATHENS, GA 30605
(706) 613-0987

BHATTACHARYYA, RASH & SUJATA
710 LOUIS DRIVE
WEAVER, AL 36277
(205) 820-4229

BHATTACHARYYA, SUDHAMOY
4616 MULBERRY CREEK DRIVE
EVANS, GA 30809
(706) 855-8515

BHAUMIK, DHARMAJYOTI
1721 DANBURY DRIVE
NORCROSS, GA 30093

BHAUMIK, MAHASWETA
4351 REVERE CIRCLE
MARIETTA, GA 30062

BISWAS, DR. DEBDAS & SHEILA
309 E MARTIN TOWN RD, PLAZA TERRACE
NORTH AUGUSTA, SC 29841

BOSE, NANDITA & ANIL K.
315 KINGSWAY
CLEMSON, SC 29631
(803) 654-4898

CHACRABORTY, BENU GOPAL & SHIBANI
1600 LOUISE DRIVE
JACKSONVILLE, AL 36265
(205) 435-3629

CHAKRABORTI, SUKLA & AJAY
BOX #1657, STATE COLLEGE
ORANGEBURG, SC 29117

CHAKRABORTY, CHITRA & RANES
5049 CHEROKEE HILLS DRIVE
SALEM, VA 24153
(703) 380 2362

CHOWDHURI, KANIKA & DILIP
9404 ASHFORD PLACE
BRENTWOOD, TN 37027
(615) 370-3575

CHOWDHURY, DR & MRS TARUN K.
3968 CASTLEWOOD PARKWAY
COLUMBUS, GA 31907
(404) 561-2558

DAS, AJEET K.
1716 TERREL MILL RD, APT # A-37
MARIETTA, GA 30067

DAS, ANJANA & ASHIT
879 TAHOE WAY
ROSWELL, GA 30076
(404) 642-9666

DAS, ARUNA
20 PEACHTREE STREET NE
ATLANTA, GA
(404) 319-0946

DAS, DR. K. K.
620 PEACHTREE STREET N.E. APT # 613
ATLANTA, GA

DAS, KALPANA & DR. BIJAN P.
1364 CHALMETTE DR.
ATLANTA, GA 30306
(404) 874-7880

DAS, NIRMAL
109 TERESSA DRIVE
STATESBORO, GA 30458

DAS, NIRMAL & ASHIMA
5110 MAIN STREAM CIRCLE
NORCROSS, GA 30092
(404) 446-5691

DAS, SHARMISTHA & DEBANKUR
3330 SOUTH ATLANTA ROAD, APT #L-4
SMYRNA, GA 30080
(404) 355-8759

DAS, SHYAMOLI & P. K.
4515 HOLLISTON ROAD
DORAVILLE, GA 30360
(404) 451-8587

DAS, SUTAPA & SOUMYA KANTI
1476 COUNTRY SQUIRE COURT
DECATUR, GA 30033
(404) 496-1676

DATTA, HARINARAYAN
DEPT. OF STATISTICS, UNIV. OF GEORG
ATHENS, GA 30602

DATTA, SOMA & SANJIB
950 BROOKMONT DRIVE
MARIETTA, GA 30064
(404) 590-0106

DATTA GUPTA, INDRANI & RANJAN
215 WEATHERWOOD CIRCLE
ACWORTH, GA 30201

DE, SAM
1230 TERRAMONT DRIVE
ROSWELL, GA 30076
(404) 992-7098

DE, SWADESH
MEDICAL COLL, APT#D,11609 PERNEAL
AUGUSTA, GA 30904
(404) 736-2315

DEBSIKDAR, NUPUR & JAGADISH C.
4546 TRAPPEURS CROSSING
TUSCALOOSA, AL 35405
(205) 556-3546

DESAI, PRATEEN & VIBHA
822 WESLEY DRIVE NW
ATLANTA, GA 30305
(404) 351-7882

DHRUV, MRS. SUHAS
4279 LEHAVEN CIRCLE
TUCKER, GA 30084
(404) 493-7197

DUTTA, ARUN & MALLIKA
4217 DUNWOODY ROAD
MARTINEZ, GA 30907
(706) 868-5373

DUTTA, M. C.
1041 STAGE ROAD
AUBURN, AL 36830
(205) 826-3921

FENTON, DR. J.
4040 STONE CYPHER ROAD, NE
SUWANEE, GA 30174

GANGULY, AMITAVA & INDRANI
511 CAMBRIDGE WAY
MARTINEZ, GA 30907
(706) 860-5586

GANGULY, PRABIR
1004 BELLREIVE DRIVE
AIKEN, SC 29803

GHORAI, DR & MRS SUSHANTA
1430 MERIWETHER ROAD
MONTGOMERY, AL 36117
(205) 277-2849

GHOSH, MR & MRS. KANAI
213 MELVIN ROAD
MONROEVILLE, AL 36460

PUJARI : ATLANTA : Directory

DIRECTORY OF MEMBERS : 1993

GHOSH, PARTHA
1024 N. BURBANK DRIVE
MONTGOMERY,, AL 36117

GHOSH, RANJANA & ROBIN
2116 CRESTLANE DRIVE
SMYRNA, GA 30080
(404) 319-0946

GUPTA, ASHA
1577 A HOLCOMB BRIDGE ROAD
NORCROSS, GA 30092

GUPTA, KIRITI
780 BERESFORD CIRCLE # 9
STONE MOUNTAIN, GA 30085
(404) 296-9244

GUPTA, MUKUT & BULA
107 BATTERY WAY
PEACHTREE CITY, GA 30269
(404) 487-9877

GUPTA, SABYASACHI
5571 VANTAGE POINT ROAD
COLUMBIA, MD 21044
(301) 740-4367

KAKATI, MANJULA & NABAJYOTI
1029 VALLEY FORGE ROAD
TUSCALOOSA, AL 35406

KAPAHI, SUNIL & RITA
4642 DELLROSE DR.
DUNWOODY, GA 30338
(404) 394-1851

LAHIRI, MANIKA & SAMIR
904 BURLINGTON DRIVE
EVANS, GA 30809
(706) 868-5527

LAHIRI, PRANAB & JAYANTI
1742 RIDGECREST CT.
ATLANTA, GA 30307
(404) 378-0315

LAHIRI, YASHO
1018 SEA CLIFF DRIVE, NORTH
DAPHNE, AL 36526

LASKAR, DR. RENU
112 E BROOK WOOD DR.
CLEMSON, SC 29631
(803) 654-2724

MAHALANABIS, SUSHMITA & JAYANTA
1512 MONCRIEF CIRCLE
DECATUR, GA 30033
(404) 908-2188

MANDAL, DR. SANCHITA
2921 LENNOX ROAD, APT #409
ATLANTA, GA 30324
(404) 842-0032

MISHRA, ARATI & SOMNATH
287, 14TH STREET N.W. APT# 7
ATLANTA, GA 30318
(404) 872-1895

MITRA, DR. A.
1116 ELKINS DRIVE
AUBURN, AL 36830
(205) 887-8111

MITRA, REKHA & DR. SAMARENDRA
1366 EMORY ROAD
ATLANTA, GA 30306
(404) 378-9850

MITRA, STEPHANIE & KIN
135 SPALDING RIDGE WAY
DUNWOODY, GA 30350
(404) 396-4922

MUKHERJEE, DR. HARSHA N.
1505 E. 7TH STREET
COOKEVILLE, TN 38501
(615) 526-5936

MUKHERJEE, DR. NANDALAL & MAYA
3320 ROCK CREEK DRIVE
REX, GA 30273
(404) 960-1999

MUKHERJEE, PARTHA & SREELEKHA
2045 PHEASANT CREEK DR.
MARTINEZ, GA 30907
(706) 860-1332

MUNSHI, DR. MOINUDDIN
2010 CURTIS DRIVE, APT #L - 4
ATLANTA, GA 30319

PADHYE, ARVIND & SUDHA
2956 WIND FIELD CIRCLE
TUCKER, GA 30084
(404) 939-1478

PAUL, PRAN & KAKOLI
917 BURLINGTON COURT
EVANS, GA 30809
(706) 860-3121

PUROKAYASTHA, JOYDEEP
1721 NORTH DECATUR ROAD, APT #711
ATLANTA, GA 30307

RAKKHIT, KALPANA
63 SUFFOLK ROAD
AIKEN, SC 29803

RAO, GIRIRAJ & CAROLINA
705 NILE DRIVE
ALPHARETTA, GA 30201
(404) 993-5263

RAY, APURBA & KRISHNA
1276 VISTA VALLEY DRIVE NE
ATLANTA, GA 30329
(404) 325-4473

RAY, DILIP & KRISHNA
3404 LOCHRIDGE DR.
BIRMINGHAM, AL 35216
(205) 979-5968

RAY, PRATIMA & TAPAS
45 BRADLEY STREET
CLEMSON, SC 29631

RAY, PRODOSH KUMAR
421 E UNIVERSITY DR.
AUBURN, AL 36830
(205) 821-3044

RAY, RATNA
2008 UNIVERSITY BOULEVARD
BIRMINGHAM, AL 35233
(205) 975-1823

ROY, BAIDYA N. & BHARATI
710 WHITTINGTON'S RIDGE
EVANS, GA 30809
(706) 868-8233

SACHDEVA, K. L.
5077 NORTH REDAN CIR
STONE MOUNTAIN, GA 30088

SAHA, JIT
27404 GEORGIA TECH STATION
ATLANTA, GA 30332
(404) 876-1082

SAKELLARIOS, STEVE
2075 LAKE PARK DRIVE
SMYRNA, GA 30080
(404) 432-0696

SAMADDAR, SUJIT & GITA
186 STONE MILL DRIVE
MARTINEZ, GA 30907
(404) 868-9936

SARKAR, SUSHMITA & SUBHASHISH
1456 NORTH CLIFF VALLEY WAY
ATLANTA, GA 30319
(404) 320-8521

SEN, DR. JAYANTA & SANTA
4524 AMANDA LANE
EVANS, GA 30809
(706) 863-8450

SEN, SUZANNE & AMITAVA
945 NOTTINGHAM DRIVE
AVONDALE ESTATES, GA 30002
(404) 294-6060

SENGUPTA, KRISHNA & SUHAS
1692 MONCRIEF CIR.
DECATUR, GA 30033
(404) 934-3229

SHARMA, KANIKA & ABANI
12302 BRAXTED DRIVE
ORLANDO, FL 32821

SINGH, MRS. MEENA
2403 OLD CONCORD ROAD APT# 301D
SMYRNA, GA 30052
(404) 438-7705

SINHA, UDAY
145 CAMP DRIVE
CARROLTON, GA 30117
(404) 834-8252

SRIVASTAVA, NEETA & APURVA
2602 NOBLE RIDGE DRIVE
DUNWOODY, GA 30338
(404) 452-0693

SUNDERAM, V. S.
727 LUCKIE LANE
ATLANTA, GA 30329

TALUKDAR, BAREN & GITANJALI
119 SIGMAN PLACE
MARTINEZ, GA 30907
(404) 868-7933

THAKUR, SWATI & MRINAL
1309 GATEWOOD DRIVE #1703
AUBURN, AL 36830

VAUGHN, MEERA
2509 BROOK WATER CIRCLE
BIRMINGHAM, AL 35243

VIRDI, PARAMJIT SINGH
2550 AKERS MILL ROAD #E-31
ATLANTA, GA 30339

WATT, P. LALI & IAN
NOTENSTRAAT 55, 1880 RAMSDONK
BELGIUM,

Special Thanks for Decoration to:

Arati Mishra
Aditi & Venkat Ram
Debankur Das
Mimi Sarkar
Rupak Das
Saibal Sen Gupta
Sandipan Mitra
Sanjib Datta
Soma Datta
Somnath Mishra
Sougata Mukherjea

Special Thanks for Food, Costume, Video, and other help to:

Achira Bhattacharya
Amitava Sen
Asok Basu
Bijan Prasun Das
Bula Gupta
Chaitali Basu
Ian Watt
Ira Mukherjee
Jayanti Lahiri
Kakoli Paul
Kalpana Das
Kalpana Ghosh
Krishna Sen Gupta
Lali Watt
Mamata Basu
Mamata Ghorai
Maya Mukherji
Nila Akmal
Pran Paul
Pranab Lahiri
Priya Kumar Das
Rekha Mitra
Samar Mitra
Shanta Gupta
Sibani Chakravorty
Sharmistha Das
Shyamoli Das
Soma Datta
Sujata Mitra
Susmita Mahalanobis
Sutapa Das
Suzanne Sen
Yasho Lahiri

FRESH GOAT * LAMB * BEEF * CHICKEN

GEORGIA HALAL MEAT

1594 Woodcliff Drive - Suite C
Atlanta, GA 30329

ABBAS MOMIN

(404) 315-7224

আপনার কল্পনাকে সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রকাশ করতে "সম্পাদক"এর সাহায্য নিন।
বাংলা লেখার অভিনব পদ্ধতি – IBM PC তে ব্যবহারের জন্য সফটওয়ার এখন বিক্রি হচ্ছে।

SampadaK

Multilingual Word Processor

Software for IBM PC and compatibles.

Amitava Sen
945 Nottingham Drive
Avondale Estates, GA 30002
(404) 294-6060

Vitha Jewelers, Inc.

A Trusted Name in Jewelry for Over 18 Years

LONDON • NEW YORK • ATLANTA • CHICAGO

A large collection of 22 KT Gold Jewelry in Indian Artistic Designs

* RINGS * CHAINS * PENDANTS * NECKLACES *
* MANGALSUTRA * WEDDING BANDS *
* BABY RINGS AND BRACELETS *
* 4 PIECE SETS *

24 KT Gold Bars, Coins, Bangles and Chains

Fine quality CZ Jewelry in 22 KT and Much, Much More

MAIL ORDERS ACCEPTED • REPAIRS DONE ON PREMISES

SHOWROOMS

NEW YORK

Rajsun Plaza, 37-11 74th St., Suite 2
Jackson Hts, NY 11372
(718) 672-GOLD
(718) 672-8146

ATLANTA

1594 Woodcliff Dr., Suite B
Atlanta, GA 30329
(404) 320-0112
(404) 320-0267

CHICAGO

2651 West Devon Ave.
Chicago, IL 60659
(312) 764-4735
(312) 764-4701

PUJARI STATEMENT OF ACCOUNTS

1992 DURGA PUJA AND LAKSHMI PUJA

Receipts		Expenses	
Balance from 1992 Saraswati Puja	$726.79	ICRC Hall Rental & Security Guard	$730.00
Donations	$3,528.60	Saris for Pratimas	$45.00
Advertisement	$75.00	Decoration/Program	$152.42
		Van Rental	$158.55
		Prasad & Food	$1,386.24
TOTAL RECEIPTS	$4,330.39	Miscellaneous	$141.91
LESS EXPENSES	($2,614.12)	TOTAL EXPENSES	$2,614.12
BALANCE	$1,716.27		

1993 SARASWATI PUJA

Receipts		Expenses	
Balance from 1992 Durga Puja	$1,716.27	ICRC Hall Rental & Annual Donation	$400.00
Donations	$687.00	Decoration	$35.00
		Prasad & Food	$281.09
TOTAL RECEIPTS	$2,403.27	Miscellaneous	$85.00
LESS EXPENSES	($801.09)	TOTAL EXPENSES	$801.09
BALANCE	$1,602.18		